ইসলামী সমাজ গঠনে

মহিলাদের দায়িত্ব

যায়নব আল্ গাযালী

অনুবাদ

আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ

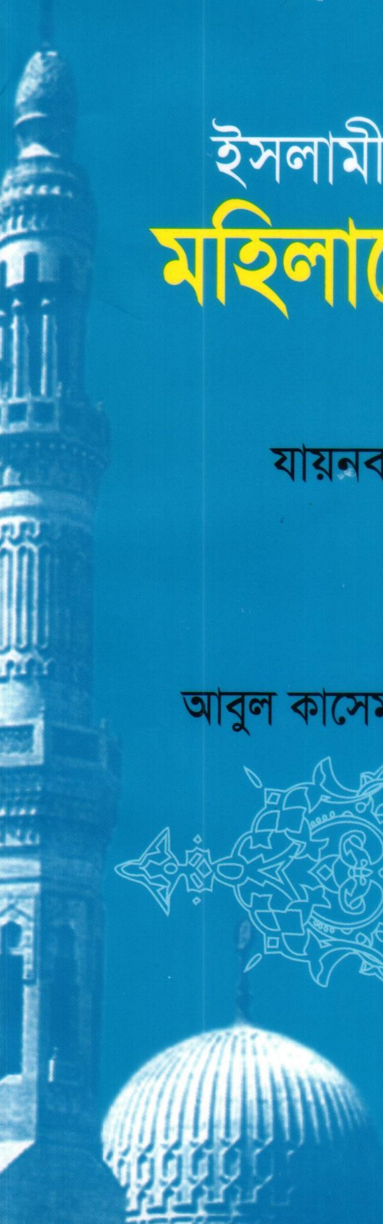

ইসলামী সমাজ গঠনে
মহিলাদের দায়িত্ব

মূলঃ জয়নব আল গাজালী (মিশর)
অনুবাদঃ মাওলানা এ কিউ এম সিফাতুল্লাহ

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
মগবাজার, ঢাকা।

ইসলামী সমাজ গঠনে
মহিলাদের দায়িত্ব

মূলঃ জয়নব আল গাজালী (মিশর)
অনুবাদঃ মাওলানা এ কিউ এম সিফাতুল্লাহ

প্রকাশনায়ঃ
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
মোবাইলঃ ০১৭১১ ১২৮ ৫৮৬,
E-mail: aislam1217@gmail.com

প্রকাশকালঃ
প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর' ১৯৯৭ ইংরেজী
৮ম প্রকাশঃ অক্টোবর' ২০১৫ইংরেজী

মুদ্রণ ও বাঁধাইঃ
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

প্রচ্ছদ : প্রফেসর'স ডিজাইন সেন্টার

ISBN- 984-31-1426- 57

বিনিময় মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র ।

ISLAMI SAMAJ GOTHONE MOHILADER DAETTO BY ZAINAB AL GAZALEE (EGYPT), TRANSLATED INTO BANGLA BY MAWLANA A Q M SIFATULLAH PUBLISHED BY PROFESSOR'S PUBLICATIONS, MOGHBAZAR, DHAKA-1217. MOBILE: 01711128586, PRINTED BY CRICENT PRINTING PRESS, PRICE : TK- 25.00 & $-2 ONLY.

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

"ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ব" পুস্তিকাটি মিশরের ইসলামী আন্দোলনের নির্যাতীতা নেত্রী যায়নাব আল গাযালীর একটি ভাষণের বংগানুবাদ। যায়নাব আল্ গাযালী দীর্ঘদিন যাবৎ বিংশ শতাব্দীর মিসরীয় ফেরাউন জামাল আবদুন নাসেরের ক্রোধানলে পতিত হয়ে লৌহ যবনিকার অন্তরালে যে পাশবিক ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন ধরনের হিংস্রতা ও বর্ববরতার নজীর একান্ত বিরল। যায়নাব আল-গাযালীর রচিত "কারাগারের রাতদিন" গ্রন্থটিতে বিংশ শতাব্দির ফেরাউন কর্তৃক মানব সন্তানদের প্রতি বর্বরতার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা যে কোন পাঠক পাঠিকাদের হৃদয়কে বিগলিত ও নয়নযুগলকে অশ্রু ভারাক্রান্ত করে তোলে।

১৯৮৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের এক মহিলা সমাবেশে "ইসলামী সমাজ গঠনে আজকের মুসলিম মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য" সম্পর্কে এ মহিয়সী মহিলা যে গুরুত্বপূর্ণ হৃদয় গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেছেন, তার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করেই তা বাংলায় ভাষান্তরিত করা হলো। আল হামরা পাবলিকেশন্স এর প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাংলা ভাষা-ভাষী মহিলাদের নিকট ইসলামী সমাজ গঠনের লক্ষ্য উৎসাহিত করার যে মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আল্লাহতায়ালা এর রচয়িতা, অনুবাদক ও প্রকাশকের মহান খিদমতকে কবুল করুন। আমীন।

২য় সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, বইটি প্রথম সংস্করন অতি অল্পসময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করন অতি জরুরী হয়ে পড়ে। তাই আমি দীর্ঘ পাবলিকেশন্স অভিজ্ঞতা এবং দ্রুত বাজারজাতকারক প্রতিষ্ঠান প্রফেসর'স বুক কর্নারকে দ্বিতীয় সংস্করনের দায়িত্ব দিই। বর্তমান সময়ে নারী সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে বইটিতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। বইটি পাঠ করে নারী সমাজ যদি সামান্যতম উপকৃতও হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ
বায়তুল আমান
৯৮/১ হাজী ইসমাইল গল্লামারী লিংক রোড
নজরুল নগর, খুলনা- ৯১০০
ফোন : ৭২১৮৪০

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

প্রিয় বোনেরা! মনযোগ সহকারে শুনুন– আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উপর আপনাদের সামনে নিজস্ব চিন্তাধারা পরিবেশনের লক্ষ্যেই এ সমাবেশে উপস্থিত হয়েছি, আমার সামনে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, "জাতির পূর্নগঠন ও সমাজ বিনির্মাণে মহিলাদের ভূমিকা কি?" এ বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুত: বুঝা যায় এ দ্বারা এটিই জানতে চাওয়া হয়েছে যে, জাতি ও সমাজ গঠনে মুসলিম মহিলাদের কোন কর্মতৎপরতা, উদ্যোগ গ্রহন ও দায়িত্ব আছে কি? যদি এ প্রশ্নের প্রকৃত তাৎপর্য ও মর্ম এই হয়ে থাকে,তবে আমি বলবো, এর জবাব শুধু ইতিবাচকই নয় বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নারী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও অস্তিত্বই জাতীয় পুনর্গঠন ও সমাজ বিনির্মানে এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক অবদান, মানব সভ্যতার বিকাশ, উন্মেষ, প্রতিপালন ও প্রশিক্ষনের প্রকৃত কেন্দ্র বিন্দুই নারী।

ছেলে হোক আর মেয়ে হোক সকল সন্তানের গর্ভধারণ, প্রসবকরণ ও প্রতিপালনের কষ্টদায়ক কাজগুলোর দায়িত্ব মহিলাদেরই সম্পন্ন করতে হয়। এ নাদুস-নুদুস সন্তান যাকে এক অসীম কুদরাতময় মহান শিল্পী তার অনুপম শৈল্পিক নৈপূণ্যতা দিয়ে আকর্ষণীয় ও প্রাণস্পর্শী সৌন্দর্য্য সহকারে মাতৃগর্ভের ক্ষুদ্রতম কারখানায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি ছাড়াই অনুপম ও অনবদ্য সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্তভাবে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সংযোজিত করে এক নবতর রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

মহান কুশলী মাতৃগর্ভে সন্তানের অবয়বের পূর্ণতা প্রদানের পরই তাকে মুক্ত গগনতলে আগমনের সহজতর ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। অতঃপর সন্তানের প্রতিপালন ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। মানব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা ইরশাদ করেছেন–

"আমি (আদি মানব আদমকে) মানুষকে সর্বপ্রথম কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। অত:পর এক সুরক্ষিত স্থানে রেখে দ্রুতগামী শুক্র কনিকায় পরিবর্তন সাধিত করেছি। অত:পর শুক্র বিন্দুকে রক্ত কণিকায় রূপ দিয়েছি। অত:পর রক্ত বিন্দুকে মাংসপিন্ডে পরিণত করে তাতে হাড় সংযোজন করেছি। অত:পর হাড্ডির উপরে গোস্ত-চর্মের আস্তরণ, রগ, রেখা, শিরা, উপশিরা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন করেছি। আচ্ছাদন দিয়ে আবৃত করে তাকে এক নবতর সৃষ্টির রূপদান করেছি; আল্লাহ তো সুন্দরতম বরকতময় স্রষ্টা ও সর্বশ্রেষ্ট শিল্পী ও কুশলী।" (আল কোরআন)

এখন লক্ষ্য করুন একজন মা হৃদয়ের টুকরা হৃদয়ের তন্ত্রী ছিড়ে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করে প্রসবের পর এ উন্মুক্ত বিশ্বে সোপর্দ করার পর কি তার সকল দায়-দায়িত্ব সমাপ্ত হয়ে যায়?

এরপর নারী তো সন্তানের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও প্রতিপালনের কঠিন দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে সন্তান লালন-পালনের কঠিন বোঝা বহন করে থাকে এবং সন্তান লালন পালনের কষ্টকর দায়িত্ব মায়েরাই তো পালন করে থাকে।

এতএব যন্ত্রনাদায়ক কঠিন স্তর অতিক্রম করে দুধপানের সময় সীমা অতিক্রান্তের পর কি একজন মহিলার সকল দায়-দায়িত্ব ও কর্মতৎপরতা শেষ হয়ে যায়?

আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মুসলিম মহিলার মিশন খুবই সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ ধরনের কর্তব্য ও পেশায় নিয়োজিত থাকার কারণে নারী সম্প্রদায় খুবই বিশাল দায়িত্ব ও মহিমান্বিত মর্যাদার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত।

মানব সমাজের প্রতিপালন ও প্রশিক্ষনের মহান পেশায় নারী সম্প্রদায়কেই নিয়োজিত থাকতে হয়। নারীই মানব বংশের পরিবর্ধন, সন্তানের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধন, তার প্রাথমিক শিক্ষা, চরিত্র গঠন, সভ্যতা ও মার্জিত আচরণ সন্তানকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কঠিনতম দায়িত্ব মাহিলাদেরকেই আনযাম দিতে হয়।

মানব সন্তান পুরুষ অথবা নারী যে যাই হোক না কেন সে সন্তানের মানসিক উৎকর্ষতা, আবেগ উচ্ছাস, অনুভূতি, চেতনা ও প্রেরণা সৃষ্টির কাজ মা-দেরকেই পালন করতে হয়।

নারী সম্প্রদায়ই সন্তানের সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা, ত্যাগ-তিতীক্ষা, দেশপ্রেম, সহমর্মিতা, সংবেদনশীলতা, সম্মান ও মর্যাদাবোধ, উন্নত নৈতিক গুনাবলীকে সেবা ও যত্নের মাধ্যমে বর্ধিত ও বিকশিত করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে সমাজে নারী সম্প্রদায়কে সে দায়িত্ব পালন করতে হবে, যে দায়িত্ব পালন করছে দেহের মধ্যে আত্মা। আত্মাই তো দেহকে সজীব সচেতন ও গতিশীল করে রাখে।

মায়েরাই তো হচ্ছে সুসভ্য মানব সমাজের কেন্দ্রবিন্দু ও প্রেরণার উৎসস্থল। মহিলারাই সুসভ্য সমাজ গঠন করে। সমাজ ব্যবস্থাকেও সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর মহিলারাই প্রতিষ্ঠিত রাখে।

মূলতঃ সমাজে গতিশীলতা, উৎকর্ষতা, জীবনী শক্তির সঞ্চার ও মহান লক্ষ্যে সমাজকে উজ্জীবিত করা, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা, প্রাণশক্তির সঞ্চার ও অুনপ্রেরণা সৃষ্টির উৎস হচ্ছে নারী। বরং নিঃশংকচিত্তে এ প্রকৃত সত্যকেই উপস্থাপন করতে হয় যে, নারী সমাজকে উন্নতি ও সৌভাগ্যের পথেও পরিচালিত

করতে পারে, আবার এর বিপরীত নারীর স্খলন ও পতন সমাজকে ধ্বংস, বিপর্যয় ও দূভার্গের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে।

স্বভাবত:ই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মহিলারা মানব বংশের উৎপাদন, সম্প্রসারণ, মানুষের অস্তিত্বের সংরক্ষণ ও মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে বহন করার ফলে এ বিশ্ব প্রকৃতিতে গতিশীলতা, সজীবতা সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করে পুরুষের সাথে মাঠে-ময়দানে, কলকারখানায়, অফিস-আদালতে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমান অধিকার ভোগ করার সময় কি তাদের নিকট অবশিষ্ট থাকে?

এতদভিন্ন এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিলতর প্রশ্ন যে পুরুষকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে পুরুষের নিকট হতে সমান অধিকার আদায়ের সংঘাত ও প্রতিযোগিতায় নারী অধিকারের সংগ্রামে নারী সম্প্রদায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সে পুরুষ কারা? কাদের সাথে তারা মানবাধিকার আদায়ের প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে?

সে পরুষ সম্প্রদায় কি মহিলাদের নয়ন পুতুলী কলিজার টুকরো তার ক্রোড়ে লালিত পালিত সন্তান নয়? তারই গর্ভজাত সন্তান দ্বারা সে নিজে নির্যাতিত হবার আশংকা কোথায়?

তার নিজের রক্তকোষ দ্বারা গঠিত তারই স্নেহ মমতা দ্বারা লালিত পালিত প্রাণের রত্ন যদি প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির আসন অলংকৃত করে এতে তার মানসিক হিংসা বিদ্বেষ ও ঈর্ষার অনলে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবার অবকাশ কোথায়? বরং এটি তার জন্যে গৌরব ও আনন্দের ব্যাপার। পুরুষদের পদমর্যাদা, সম্মান ও গৌরব লাভে নারী সম্প্রদায় ঈর্ষার অনলে পুড়ে ছাই হবার হীনমন্যতার মারাত্মক ব্যধিতে আক্রান্ত মানসিক যন্ত্রনায় ছটফট করার কি কোন কারণ থাকতে পারে?

নারী কি মাতৃত্বের দরদ ও স্নেহ জীবন সংগিনীর হৃদয়ের আবেগ, উচ্ছাস, প্রেম ও প্রীতির পরশ দিয়ে এ বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেনা? যে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি, গভর্নর পুরুষটি ভোরে তার মায়ের হাতে, স্ত্রীর কপালে চুমো খেয়ে নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্রে গমন করেন, যাবার পূর্বে পুরুষের শ্রদ্ধা-সম্মান, প্রেম-ভালবাসা ও স্নেহ ভরা তীর্যক দৃষ্টি ও অনিমেষ পলকে এ পুরুষটিই কি মায়ের, জীবনসংগিনীর বা তার মেয়েটির পানে তাকিয়ে থাকেনা? কর্মক্ষেত্র থেকে ঘর্মাক্ত কলেবরে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে নারীর সান্নিধ্যের অতৃপ্ত কামনা নিয়ে একটু শান্তি ও স্বস্তি প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে ছুটে আসে না?

আমার বোন মহিলাদের মনোযোগ আকর্ষন করে আমি বলতে চাই একটুখানি ভেবে দেখুন! এগুলোকি নারীর জন্য সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপার নয়?

নারীর জন্য ধু ধু বালুকারাশির উষ্ণ প্রান্তরে প্রখর রৌদ্রতাপে কমনীয় রমনীয় দেহকে পুড়িয়ে রূপ লাবণ্য ও কমনীয়তাকে ফ্যাকাশে করার মধ্যেই কি নারী গৌরব, মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার নিহিত রয়েছে? না গৃহের শান্ত স্নিগ্ধ নিবিড় পরিবেশে দর্পনের সামনে দাঁড়িয়ে স্বীয় রূপলাবণ্য ও কমনীয়তাকে বৃদ্ধি করার জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন গৃহ ও স্বীয় অংগসজ্জায় নিয়োজিত থেকে স্বামীর মনোরঞ্জন এর জন্য কেশবিন্যাস, স্বীয় দেহের সৌন্দর্য বর্ধন করে স্বামীর হৃদয়ে তৃপ্তি, স্বস্তি ও আনন্দ প্রদান, স্বীয় নয়নপুতুলী সন্তানের কর্মক্ষেত্র হতে মায়ের কোলে প্রত্যাবর্তনের পর স্নেহের দু'বাহু ছড়িয়ে দিয়ে পরম দরদ নিয়ে সন্তানের হৃদয়কে শীতল করার মধ্যেই কি নারীর স্বস্তি আনন্দ, প্রিয়তম জীবন সংগিনী রূপে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই কি নারীর স্বস্তি আনন্দ ও পরম তৃপ্তি নিহিত নেই? নারীর রমনীয়তা কমনীয়তা মাতৃত্ব পরম প্রিয়তম জীবন সংগিনী রূপে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই কি নারীর অধিকার সংরক্ষনের প্রকৃষ্ট পন্থা নয়?

"মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত" এ মহান ঘোষণা প্রদান করে কি প্রিয় নবী (সা.) নারীকে মর্যাদার উন্নত শিখরে অধিষ্ঠিত করেননি? নারীকে তো শুধু সমান অধিকার নয়; বরং তারই পদতলে সকল পুরুষ কুলের বেহেশত; এ সুমহান ঘোষণা দিয়ে ইসলাম নারীকে অধিকার ও মর্যাদার মহান আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নারী কি এরপরও মাতৃত্বের ও পুরুষের সংগিনী ও অর্ধাংগিনী হবার মহান মর্যাদাকে পদদলিত করে ও তুচ্ছ করে স্বীয় মূল্যবান সময়ের অপচয় করে, প্রকৃতি ও স্বভাবের পরিপন্থী তার দৈহিক গঠন মানসিকতার বিপরীতমুখী পন্থা অবলম্বন করে মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্বের দায়িত্বের অবহেলা করে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বীয় যৌবন ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে মাঠে-ময়দানে, পথে-প্রান্তরে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়িয়ে তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করবে? তাদের মর্যাদা ও সম্ভ্রমকে ক্ষুন্ন করবে?

দৈহিক গঠন ও প্রকৃতিগতভাবে যে কাজ ও কর্মক্ষেত্র নারীর জন্য আদৌ প্রযোজ্য নয় এবং যে কাজ তার স্বভাব ও প্রকৃতি বিরোধী সে কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের প্রতিযোগিতার ময়দানে অবতরণ কি নারীর শোভা পায়?

পুরুষ সম্প্রদায়কে মহান আল্লাহতায়ালা যে কর্মক্ষেত্রে উপযোগী, যে কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, পুরুষ তাদের স্বীয় কর্মক্ষেত্রে সে দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনে নিজদিগকে নিয়োজিত রাখবে।

অনুরূপভাবে নারীকে আল্লাহতায়ালা তার দৈহিক গঠন ও মানসিক প্রবণতা ও প্রকৃতি স্বভাবগতভাবে যে দায়িত্ব অর্পন করেছে, সে কর্মক্ষেত্রের পরিধির মধ্যেই স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে নিখুঁত নির্ভূল স্বভাব প্রকৃতি সুষ্ঠু ও স্ব-স্ব নিয়ম পদ্ধতি সহকারে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষকে পিতৃত্ব ও স্বামীত্বের স্বভাব সহকারে পয়দা করেছেন। পিতা বা স্বামীর স্বভাব ও প্রকৃতি এই যে পরিবারের প্রধান হিসেবে পরিবারের অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্য ও নারীদের ভরন-পোষণ, পোষাক-পরিচ্ছেদ, জৈবিক ও মনস্তাত্মিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের দায়িত্ব পরিবারের কর্তা হিসেবে পালন করবেন। নারীর জৈবিক চাহিদা, জীবনযাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা পূরনের দায়িত্ব পুরুষই পালন করবে।

অপরপক্ষে নারী তার স্বভাব ও প্রকৃতিগত দৈহিক গঠন ও মানসিক প্রবনতার কারণে তাকে গৃহকর্মের পরিপাটি বিন্যাস, সুসজ্জিতকরণ, সন্তান উৎপাদন, সন্তানের লালন-পালন, প্রশিক্ষনের দায়িত্ব পালন নারী তথা মায়েদেরকেই করতে হবে।

একজন নারী স্ত্রী হিসেবে স্বামীর পারিবারিক দায়িত্ব পালন, স্বামীর সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান, স্বামীর কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা দান, স্বামীর জীবন সংগিনী, দাম্পত্য জীবনের চাহিদা পূরণ, স্বামীকে মানসিক স্বস্তি প্রদান ও চিত্ত বিনোদনের সংগত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দায়িত্ব সম্পাদন। স্বামীর বহির্মুখী দায়িত্ব পালনের উপায় উপকরণের ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগীতা প্রদান ও স্বামীর সকল কাজে সকল ক্ষেত্রে উত্তমরূপে কর্তব্য পালনের পরিবেশ সৃষ্টি নারীর অন্যতম দায়িত্ব।

এ বিশ্ব প্রকৃতিতে নারীর দক্ষতা ও নিপুণতা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের জন্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও পরিবেশ সৃষ্টি করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আর পুরুষের দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমান হচ্ছে নারীর জীবনকে স্বাচ্ছন্দ ও আনন্দঘন শান্তিময় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। যার ফলশ্রুতিতে পরিবারে শান্তি, সুখ, সজীবতা ও গতিশীলতা এনে আদর্শ মানুষ তৈরী হতে পারে।

এ সত্য উপলব্ধির পরও কি এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, সমাজে মহিলাদের ভূমিকা কি? এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাপার যে, সমাজে নারীর মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে নারী মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, আদর্শ মানুষ হিসেবে ভাবী প্রজন্মকে গড়ে তোলার মহান দায়িত্বে নিয়োজিত করে। মাতৃত্বের ও জীবন সংগিনীর দায়িত্ব পালনই নারীর আসল ভূমিকা। কিন্তু অধুনা বিশ্বের নারী সমাজ কি তাদের এ দায়িত্ব পালন করছে? আমার বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, বর্তমান জগতে নারীদেরকে তার প্রকৃত কর্মক্ষেত্র থেকে টেনে হেঁচড়ে বের করে তার স্বভাব ও প্রকৃতি বিরোধী কর্মক্ষেত্রে ফেলে দেয়া হচ্ছে। এর পরিনতি কি হচ্ছে?

এর ফলশ্রুতিতে এমনি প্রজন্মের সৃষ্টি হচ্ছে, যা বুদ্ধি-বিবেচনা, প্রজ্ঞা ও কল্যানমূখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত অভিনব উদ্ভট, চরিত্রহীন এক যুব শক্তির

হার বৃদ্ধি করছে। মাদকাসক্তি ও নেশায় লিপ্ত কিশোররা অসামাজিক, সমাজ বিধ্বংসী আচরণে বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে অনিবার্য ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করছে। আমাদের কিশোর-কিশোরী, তরুন-তরুনীরা মানুষ রূপে গড়ে উঠছে না এবং আমাদের ভাবী প্রজন্ম অগ্নিদগ্ধ ঝলসে যাওয়া চরম কলুষিত নিকৃষ্ট ও বিকৃত মানবতার প্রতিমুর্তি রূপেই আত্মপ্রকাশ করছে।

আমরা নারী সম্প্রদায় সামান্য ক'টি মুদ্রার বিনিময়ে নিজেদের সম্মান, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদাকে বিক্রি করে দিয়েছি। অত:পর প্রশ্ন উত্থাপন করছি সমাজে মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? বলুন! আপনারা কোন সমাজের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? সমাজের অস্তিত্ব কি অবশিষ্ট আছে? আমরা মহিলারা সমাজের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর পরিবার ব্যবস্থার প্রথম ইষ্টক খন্ড। আমরা নিজেরাই নিজ হাতে সে ভিত্তিগুলোকে উৎপাটিত করে দিয়েছি। আমরা মেয়েদেরকে ঘর থেকে অফিস, অফিস থেকে ঘরে টানা হেঁচড়ায় ফেলে দিয়ে নারী সমাজের স্বভাব প্রকৃতি ও মননশীলতা বিরোধী কর্মক্ষেত্রে নিক্ষেপ করেছি। যার ফলে সমাজ সভ্যতা ও পরিবার ব্যবস্থার সুদৃঢ় প্রাসাদকে আমরা চূর্ণ বিচুর্ণ ও নাস্তানাবুদ করে ফেলেছি।

পাশ্চাত্য জগত মিথ্যা ও প্রবঞ্চনামূলক দাবী উত্থাপন করছে যে, তারা নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। প্রকৃতপক্ষে নারীর স্বাধীনতা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই তাদেরকে নারী সম্প্রদায়, নারীর স্বভাব প্রকৃতি ও মননশীলতার অনুকূল কর্মক্ষেত্র ফিরিয়ে আনতে হবে।

যদি তারা নারীর স্বভাব প্রকৃতি ও মননশীলতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে তখন তাদের মধ্যে এ উপলব্ধি ও অনুভূতি ফিরে আসবে। তারা নিজেরাই স্বতঃস্ফুত স্বীকৃতি দানে বাধ্য হবে যে, আমরা যেদিন নারী সমাজকে অধিকার, মর্যাদা ও স্বাধীনতার নামে তাদের স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্বিক মূল কর্মক্ষেত্র গৃহ থেকে টেনে হেঁচড়ে এনে তাদেরকে কল-কারকানায় অফিস আদালতে হাটে-মাঠে রুজি রোজগারে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতার ময়দানে ঠেলে দিয়েছি, যেদিন থেকে আমরা সমাজ সভ্যতা ও পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচুর্ন ও মূল উৎপাটনের জন্য কুঠারাঘাত করেছি, সেদিন থেকেই আমরা পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও প্রগতির নামে সমাজ ও সভ্যতাকে ধ্বংসের বিপর্যয়ের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছি।

মহিলাদের কল-কারখানা, মাঠে-ময়দানে, হাটে-বাজারে, অফিস-আদালতে রুজি-রোজগারের প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেবার ফলেই মানব সভ্যতার আসল রূপকেই আমরা পাল্টিয়ে দিয়েছি। মানবতার সমাধি রচনা করে সভ্যতার প্রকৃত রূপকে বিকৃত করেছি। আমরা সমাজ ও সভ্যতাকে হিংস্রনখর থাবা বিস্তারের পরিবেশ সৃষ্টি করে যৌন অনাচার ও লুটতরাজের ক্ষেত্রে পরিণত করেছি। মানুষ পশুতে পরিণত হয়েছে, যৌন অনাচারকে সমাজের সর্বত্রই

ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গোটা সমাজ ও সভ্যতা ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে মানব সমাজ পশু ও দস্যুর রূপ পরিগ্রহ করেছে। নারী সমাজ লুণ্ঠিত দ্রব্যের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে।

তাই মহিলা প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হবার কারণে আপনারা প্রতারণায় পতিত হবেন না। (তখন বেনজীর ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন)

প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, নারীত্বের পূর্ণতা, মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, নারীর সর্বাধিক সৌন্দর্য ও সাফল্য সন্তানের মা হওয়া ও সন্তানের প্রতিপালনের মধ্যেই বিদ্যমান। সন্তানের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, আদর্শ চরিত্র গঠন ও সন্তানের এমনি যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ সাধন, আদর্শ নাগরিক ও সমাজ গঠনের জন্য কল্যাণকর বৈশিষ্টের অধিকারী করে গড়ে তোলার মধ্যেই নারীত্বের ও মাতৃত্বের গৌরব ও মর্যাদা লুক্কায়িত রয়েছে।

নারী সমাজ যতদিন মায়ের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, মাতৃত্বের বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণ করেছিল ততদিন পর্যন্ত তারা সমাজের সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন ছিল। এখন আমাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে নারীকে গৃহের পবিত্র অংগন থেকে বের করে কারখানা ও দোকানে বসিয়ে কি হারিয়েছি আর কি পেয়েছি?

নারী ঘর থেকে অফিস-আদালতে, কর-কারখানায়, হোটেল-রেস্তোরায় ও বিউটি পার্লারে বেরিয়ে আসার বিনিময়ে সবচেয়ে মারাত্মক যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা হচ্ছে, তারা তার কলিজার টুকরো প্রানপ্রিয় সন্তানদের স্নেহ মমতার বাহু ও কোল থেকে দূরে সরিয়ে সন্তানদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানকেই ধ্বংস ও বরবাদ করেছে।

তাদের সন্তান পালনের দায়িত্ব ইবলিস আলাইহে-ল্লায়ানাতের হাতে সোপর্দ করার ফলে শয়তান তার সন্তান রূপ জমীনের চাষাবাদ করে, সে জমীনের সজিবতা ও শ্যামলতাকে নষ্ট করে ফলমূল, পত্র-পল্লবীকে শুষ্ক বৃক্ষে পরিণত করেছে।

অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক পন্থায় সন্তানের লালন-পালনের ফলে ভাবী-প্রজন্ম ভ্রান্ত পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ, অস্বাভাবিক পরিবেশে অসৎ, চরিত্রহীন, বেঈমান, অসভ্য ও অবাধ্য যুবশক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। মায়ের স্নেহের কোলে লালিল পালিত না হবার কারণে তারা নির্দয়, নিষ্ঠুর, লম্পট ও পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য উচ্ছৃংখল রূপে গড়ে উঠেছে। তারা ভাবতে শিখেছে আমাদের মাতাপিতা শুধু যৌনতৃপ্তি ও সম্ভোগের উদ্দেশ্যেই আমাদেরকে জন্ম দিয়েছে। মাতা-পিতার ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান ও আনুগত্যের কোন মানসিকতাই-অস্বাভাবিক পরিবেশে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে আদৌ তাদের মধ্যে গড়ে উঠেনি। তাই তারা মাতা-পিতার প্রতি ঘৃনা পোষণ করা ও তাদের অবাধ্য হওয়াকে কোন নৈতিক অপরাধই মনে করেনা, তাদের কথা মেনে চলে না, তাদের উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করেনা।

কারণ এ অবাধ্য উচ্ছৃংখল যুবশক্তি জন্মের পর হতে মায়ের হাতের কোমল স্পর্শ, মায়ের বুকের মধুময় পীযুশ পান করার সুযোগ লাভ, একমাত্র গভীর নিশিথে ঘুমন্ত অবস্থা ছাড়া মাতৃত্বের কোমল পরশ তারা লাভ করেনি, মায়েরা তাদেরকে হয়তো কোন শিশু আশ্রয়ে অথবা গৃহপরিচালিকার কোলে অবজ্ঞার সাথে ছুঁড়ে ফেলে হন্ত-দন্ত হয়ে অফিসে আদালতে হোটেল রেস্তোরা ও কল-কারখানায় দৌড়িয়ে বেড়িয়েছে, অপরদিকে গৃহ পরিচালিকা ও গৃহ ভৃত্যরা এ সন্তানকে আপদ মনে করে ঘৃণার সাথে লালন পালন করেছে।

এ শিশু-কিশোররা একটু বয়স সন্ধিক্ষনে পৌছলেই তাদের মন মস্তিস্কে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আমাদের পিতা-মাতা তো আমদের বংশ পরিচয়ের একটা সুত্র মাত্র। আমাদেরকে তারা তাদের যৌন প্রয়োজন, তৃপ্তি ও আনন্দের খাতিরেই জন্ম দিয়েছে। তারা পূর্ণ যৌবনে পৌছার পর তাদের স্মৃতিপটে এ চিন্তাই জেগে উঠেছে যে, এ মায়ের আদর যত্ন তো আমরা একটি দিনের জন্যও পাইনি। এ মা-ই তো হাতে গোনা কয়টি মুদ্রার বিনিময়ে তার সন্তানের প্রতি কতটা অবজ্ঞা ও অনাদরে তাকে ভৃত্য ও পরিচারিকার হাতে তুলে দিয়ে ধৈই ধৈই করে হেসে গেয়ে নেচে নেচে দোকান, কারখানায় মাঠে ময়দানে ছুটে চলেছে। এসব বাস্তব দৃষ্টান্ত চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও আমরা একে অপরকে প্রশ্ন করি সমাজে মহিলাদের দায়িত্ব কর্তব্য কি? মেয়েদের সামাজিক অবস্থান কোথায়? মূলত: ইসলামী সমাজ দর্শনে নারীদের মূর্খ ভূমিকাই সমাজের পুনর্গঠন ও সংস্কার।

মায়ের কোমল হাতের পরশ ও বুকের অমৃত ধারার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এ সংস্কার ও পুনর্গঠনের মুল ভিত্তি। একমাত্র মাতৃস্নেহ ও মায়ের পরম আদর যত্নে লালন-পালনের মাধ্যমেই মায়েরা সুষ্ঠু, সুন্দর, সুসভ্য, উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী আদর্শ সমাজ প্রাসাদ রচনায় উপযোগী জনশক্তি গড়ে তুলতে পারে।

একটি শিশুর মধ্যে মৌলিক মানবীয় গুনাবলী সৃষ্টি মানুষের প্রতি প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা, আনুগত্য, সহমর্মীতা, সংবেদনশীলতা, কল্যান কামনা, দয়া, দান, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি মহৎ গুনাবলী বিকাশ সাধনের বৈশিষ্ট্য মাতৃস্নেহ ও মায়ের শাসনই গড়ে তুলতে পারে। মা-ই উচ্চাকাংখা, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, অসম সাহসিকতা, বীরত্ব স্পৃহা, উদ্যম চেতনা, প্রেরনা, উৎসাহ, উদ্দীপনাই একটি শিশু-কিশোরের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারেন। নিজের প্রতি আস্থা ও আত্মপ্রত্যয়ের গুনাবলীর প্রতি ও মা-ই সন্তানকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারেন।

মায়ের স্নেহমাখা একটুখানি দৃষ্টি, মমতা মিশ্রিত মধুমাখা উপদেশ, মাতৃক্রোড়ে অবস্থাই শিশু-কিশোরের ভবিষ্যত জীবন গড়ার মতো মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারে। মায়ের আদরে প্রতিপালিত শিশুই যৌবনে সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ ও অনুমতির প্রত্যাশা নিয়ে মায়ের কাছে ছুটে আসে। সকল ব্যাপারেই মায়ের পরামর্শকে নি:শংক চিত্তে গ্রহন করে। মায়ের আনুগত্য

স্বত:স্ফুতভাবে গ্রহন করে। মায়ের পরামর্শে হৃষ্টচিত্তে সকল অন্যায়, অসত্য ও উচ্ছৃংখল কাজ থেকে বিরত থাকে।

মা নিষেধ করলে মাতৃস্নেহে লালিত-পালিত যুবক তার কঠোর শ্রমে উপার্জিত অর্থকে সিগারেটের ধোয়া উড়িয়ে অপব্যয় করেনা। মায়ের উপদেশেই সে ধুমপানকে বিষপান মনে করে। স্বীয় সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের প্রেরণায় মাদকদ্রব্য সেবনের আকাংখা হৃদয়ে জাগ্রত হলে মায়ের স্নেহ মাখা মুখের উপদেশ স্মরণ করে সকল প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

মাতৃক্রোড়ে লালিত-পালিত শিশুই যৌবনে পদার্পন করে মায়ের সুচিন্তিত মমতা জড়ানো উপদেশাবলীকেই তার জীবনের সকল দু:খ-দুর্দশা ও জটিলতাকে মুক্তির পথ হিসেবে গ্রহন করে। যে মা অহর্নিশ তার সন্তানকে আদর যত্নে লালন পালন করেছে, যে মা তার সন্তানকে যৌবনে দৃঢ় প্রত্যয় ও আস্থার সাথে জীবনের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে সন্তানের সাথে কথা বলার উৎসাহ রাখে। সে মায়ের আদরের নয়ন পুতুলী অবশ্যই তার পরামর্শ গ্রহণ করবে। হাসি মুখে মায়ের কথা শুনবে এবং মায়ের অনুগত্য করবে।

আমার স্নেহের বোনেরা! গভীর মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনুন, আমাদেরকে বদ্ধমুলভাবে এ পরম সত্যকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামী সমাজে মহিলাদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দায়িত্ব অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটাই ভূমিকা, একটাই দায়িত্ব, আর তা হচ্ছে এই যে, তাদের ভাবী প্রজন্মের ঈমান, আকীদা, বিশ্বাস-প্রত্যয়, শিক্ষা-সভ্যতা, আচার-আচরণ, চরিত্র, ক্রিয়া-কান্ড, ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি গভীর বিশ্বাস, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, ইসলামী চরিত্র, তাদের চেতনা, প্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা সবকিছুই যাতে করে ইসলামী জীবন দর্শন ও মূল্যবোধের বুনিয়াদে গড়ে ওঠে। যে মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন, বুকের পীযুষ পান করিয়ে লালন পালন করেছেন। সে মা-ই তার জীবনকে ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনের আলোকে গড়ে তোলার ও পুনর্গঠিত করার মহান দায়িত্ব পালন করবেন। সঠিক বিশ্বাস ও ইসলামী জীবন বোধের চেতনায় উজ্জীবিত দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মায়ের কোল হতে শিশু তার ভবিষ্যত জীবন গড়ে তোলার শিক্ষা গ্রহণ করবে।

প্রিয় নবী (সা:) ইরশাদ করেছেন–

কুরাইশ রমণীগণই সে সব নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম, যারা উষ্ট্রপৃষ্ঠে ভ্রমন করে বেড়ায় (অর্থাৎ সকল আরব রমণীকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) যারা স্বীয় সন্তানদের প্রতি সর্বাধিক স্নেহশীলা যত্নপরায়ন এবং স্বামীর সম্পদের সর্বাধিক হেফাজতকারীণী। (আল হাদীস)

বস্তুত: সন্তানের প্রতি যত্ন, স্নেহ এবং স্বামীর খিদমতই এমন ক্রিয়াশীল ও প্রভাব সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট যা সমাজের পুনর্গঠন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ

ভূমিকা রাখে এবং যা সঠিক আকীদা-বিশ্বাস, বুদ্ধি-চেতনা, দৃঢ় প্রত্যয়, নিখুঁত চিন্তাধারা ও প্রেরনা সৃষ্টির উৎস।

আল্লাহ তা'য়ালা এ প্রসংগে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

পুরুষ ও নারী, ধৈর্য্যশীল নর-নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও মহিলা, আল্লাহকে সিজদাকারী নর-নারী, আল্লাহর পথে দানকারী পুরুষ ও মহিলা, সওম ব্রত পালনকারী নর ও নারী, স্বীয় লজ্জাস্থান হিফাজতকারী পুরুষ ও মহিলা এবং অধিক পরিমাণে যিকিরে রত পুরুষ ও নারী (আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখিত গুণসম্পন্ন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য) আল্লাহ তাদের জন্য বেহিসাব প্রতিদান ও মাগফিরাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব : আয়াত-৩৫)

সম্মানিত মহিলাবৃন্দ! উপরোক্ত গুনাবলী প্রতিটি নর-নারীর মধ্যে থাকা অপরিহার্য। এসব গুনাবলীর মাধ্যমেই এমনি এক আদর্শ, নিখুঁত ও শক্তিশালী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় যেখানে প্রতিটি মানুষই তাদের সকল দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার ভোগ এবং লালন পালন করতে পারে, যা পরস্পরের প্রতি আল্লাহর তরফ হতে অর্পিত হয়েছে।

উল্লেখিত গুনাবলী শুধু পুরুষের ক্ষেত্রেই জরুরী নয় বরং মহিলাদের জন্যও তা অপরিহার্য। কেননা মহিলারা হচ্ছে বিশ্বাস ও প্রত্যয়দীপ্ত প্রভায় পরিপূর্ণ এক উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল বাস্তব প্রতিচ্ছবি, নারী ইসলামী জীবন দর্শনের এক উজ্জ্বল নযীর ও কেন্দ্রবিন্দু।

ইসলামী জীবন দর্শনকে ইখতিয়ার করার মাধ্যমেই এটি প্রমাণের যোগ্যতা অর্জন করা যায় যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মহান বন্ধনে আবদ্ধ এমন এক ব্যক্তিসত্ত্বা, যার অস্তিত্বের ফলে বংশ, সম্প্রদায় ও জাতির অবস্থা, ক্রিয়াকান্ড, আচরণ সঠিক খাতে প্রবাহিত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

নি:সন্দেহে যে সকল মুসলিম মহিলার জীবনে এ সকল বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, যা কুরআনে হাকীমে বর্ণিত হয়েছে। যে সকল মা ও বোনেরা এর হিফাজাত করে এর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে বাস্তব জীবনে এর অনুসরণ করে ও জীবনের সকল পর্যায়ে এর প্রতিফলন ঘটায়, এর আলোকে অপর সকলের সাথে আচরণ করে, এর নমুনা হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থিত করে এমন ধরনের মহিলাই ইসলামী সমাজ প্রত্যাশা করে, এ ধরণের নারীর অস্তিত্বই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্য একান্ত অপরিহার্য।

উল্লেখিত বৈশিষ্টাবলী সম্পন্ন মহিলারাই ইসলামী সমাজে সলফে সালেহীন ও সাহাবায়ে কিরামের গৌরবময় স্বর্ণযুগ আবার ধরার বক্ষে ফিরিয়ে আনতে পারে। এ ধরণের আদর্শ মুসলিম ললনার জ্ঞান-গভীর পান্ডিত্য, যুহুদ ও তাকওয়াহ, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও পরহেজগারী দ্বারা পুরুষদের প্রতি রক্ষা বুহ্য তৈরীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে। এমন গুনাবলী সম্পন্ন মহিলাই হিজরী ১৫শ শতাব্দী ও ইসায়ী ২১ শতাব্দীতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

ইসলামের পুনর্জাগরণ, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রেমে মগ্ন, আল্লাহর মহব্বতে বুনিয়াদী জিন্দেগীর সকল কর্ম পরিচালনার উপযোগী ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টির জন্যএকান্ত কাম্য। এমনি ধরনের মহিলাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতেই এমনি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যে, সমাজের পুরুষদের শক্তিশালী বাহু ও নারীর কোমল হৃদয়ের সমন্বয়ে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যাকে প্রকৃত অর্থে ইসলামী সমাজ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

এমনি এক সুন্দর সমাজই শ্রেষ্ঠ মুসলিম, শ্রেষ্ঠ নবীর (সাঃ) খায়রুল উমাম বলে দাবী করতে পারে। যাদের মাধ্যমে এ বিভ্রান্ত ও দিশেহারা মানব সমাজে ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটবে। মহিলাদের মধ্যে এমনি এক খালিস ইসলামী আন্দোলনের ও সংগঠনের অক্লান্ত ও দুর্বার প্রচেষ্টাই ইসলামী জিন্দেগীতে নব প্রাণের সঞ্জীবন ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে। ইসলামের প্রাণ শক্তি পুনঃ সঞ্জীবীত হবে।

মহিলাদের এমনি শক্তিশালী আন্দোলন ও নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্দ্যোগই অধুনা এ বিপর্যয় থেকে, ধ্বংস ও অকল্যান থেকে রক্ষা করতে পারে, যা আজ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। আজকের বিশ্বে এমনি ধরণের সত্যনিষ্ঠা মায়ের অভাবই সর্বাধিক প্রকট। আমাদের নব প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব পালনে এমনি ধরণের মায়ের আজকের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। আজ বিশ্বে মুসলিম মায়ের দায়িত্ব সর্বাধিক নাযুক। নারীকে তার স্বভাব ও প্রকৃতির অনুকূল দায়িত্ব পালনের মিশনই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী ও গুরুত্বপূর্ণ, আজকে গোটা বিশ্বে মুসলিম পরিবারের মধ্যে ইসলামের প্রভাব খুবই ক্ষীণ, বিশেষ করে যে মায়েরা পরিবারে ইসলামী মুল্যবোধ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তাদের জীবনই ইসলামের ঐতিহ্য, ইসলামের চিহ্ন একেবারেই শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

একমাত্র মায়েরা, জীবন সংগিনীরা অর্থাৎ দায়িত্বশীল মহিলাই যে মহান উদ্যোগ ও দায়িত্ব পালন ইসলামী অনুশাসন মূল্যবোধ বাস্তবায়নের সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ও অবদান রাখতে পারে যা নবুয়াত ও তার পরবর্তী যুগে মহিলা সাহাবা ও মহিলা তাবেয়ীনগণ রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

আমাদের মা-বোনদের চরিত্রে অবশ্যই সে চরিত্র সৃষ্টির বাস্তব উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে যা নবুওয়াত ও তার পরবর্তী স্তরের মহিলা সাহাবী ও মহিলা তাবেয়ীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

হ্যাঁ, বর্তমান সমাজে সে সকল দায়িত্বশীল ও জবাবদিহীর অনুভূতিশীলা মহিলারা যারা এ সত্যকে মনে প্রানে স্বীকার করতে, মেনে নিতে রাযী আছেন যে, বিশ্বের সর্বত্রই ইসলামী মূল্যবোধ ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের বাস্তব জীবন হতে বিতাড়িত। মুসলমানরা যেন পারিবারিকভাবে ইসলামকে বিসর্জন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যারা মুসলিম সমাজের দুরাবস্থা বিপর্যয়কে

হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে উপভোগ করছেন, যারা ব্যর্থ ও মর্মাহত হৃদয়ে দূঃখ ও বেদনা অনুভব করছেন, যারা এ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন, তারাই সত্যতা, সাহসিকতা, বীরত্ব ও পরম নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর মহাব্বতে এ মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে পারেন। তাদের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও কুরবানী মহিলাদের মধ্যে চেতনা ও নব প্রেরনার সৃষ্টি করতে পারে। সুসংগঠিত হয়ে একদল মহিলা এ মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসলেই আশা করা যেতে পারে মহান রাব্বুল আলামীন মহিলাদের এ উদ্যোগ ও কুরবানী কবুল করতে পারেন। এ মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসলেই রাব্বুল আলামীন মুসলিম মহিলাদের এ অবহেলাকে ইখলাস ও তওবার কারণে মাফ করে দিতে পারেন। মুসলিম মহিলাদের নির্লিপ্ততা ও নিরবতার ফলেই যে ধ্বংসকর ও বিপর্যয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে অপরাধকে আল্লাহতায়ালা মাফ করে দিতে পারেন।

একদল সুসংগঠিত আল্লাহর দাসরাই ইসলামের পুনর্জাগরণ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নিষ্ঠার সাথে অগ্রসর হলে মুসলিম সমাজ এ চরম অধ:পতন ও দুরাবস্থা থেকে রক্ষাও পেতে পারে। মেয়েদেরকে অধুনাবিশ্বে তাদের দ্বীন, ঈমান রক্ষার জন্য যে দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে তা থেকে নিজেরা সতর্কতার সাথে দূরে অবস্থান করে দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে মুক্ত ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করছে। ইসলাম মহিলা সম্প্রদায়কে ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করাকে হারাম ঘোষনা করেনি। শরীয়তের সীমা ও নিয়ন্ত্রনের আওতাভূক্ত থেকে বাইরে ক্রিয়াকান্ডের ও তৎপরতা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। আবার মেয়েদেরকে অবশ্যই তাদের মূল কর্মক্ষেত্র ঘর থেকে অস্থির হয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়াকে জরুরী ও বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেনি।

কেননা বাইরে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার চেয়ে আরও অনেক মহৎ ও কল্যাণজনক কাজ তাদের রয়েছে।

মাহিলাদের প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে, মানব-বাগানে ফুল প্রস্ফুটিত করা, মানব বংশ সম্প্রসারণ ও প্রসূত সন্তানের জীবনকে সুন্দর পরিপাটি পরিমার্জিত করে গড়ে তোলা। ভাবী প্রজন্মকে আদর্শ মুসলিম ও দেশপ্রেমিক সুচরিত্রবান ও যোগ্যতম সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই মহিলাদের সবচেয়ে বড় কাজ।

নিশ্চিতভাবে শান্তমনে দু:শ্চিন্তা, অস্থিরতা ও শংকামুক্তভাবে এ মহান দায়িত্ব আনযামের সুবিধার্থে ইসলামী শরীয়াত পুরুষদের উপরে নারীর দাম্পত্য চুক্তির ক্ষেত্রে বড় অংকের সম্মানী মোহরানা প্রদান, নারীর বাসস্থান, আহার, পোষাক, পরিচ্ছেদ ও জীবন যাপনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ জৈবিক চাহিদা মিটানো, একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে সমতা (আদল) সংরক্ষনকেও পুরুষের উপর ফরয করা হয়েছে।

নারীর উপর স্বামীর, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন কারো ভরণ-পোষণ, পোষাক, পরিচ্ছেদ ও বাসস্থানের দায়িত্ব অপির্ত হয়নি। একমাত্র স্বামী ও পিতামাতার খিদমত ও সন্তানের লালন-পালন, স্বামীর ইযযত, স্বীয় সতীত্ব এবং স্বামীর হিফাযতের দায়িত্বই নারীর উপর অর্পিত হয়েছে।

এরপরও ইসলাম অস্বাভাবিকবতা ও প্রকৃতি বিরোধী কোন জবরদস্তি মূলক বিধি নিষেধ নারীর উপর চাপিয়ে দেয়নি। একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে শরীয়াতের সীমার আওতাধীন থেকে মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া ইসলাম হারাম ঘোষণা করেনি। স্বামীর অনুপস্থিতিতে একান্ত আকস্মিক ও অপরিহার্য প্রয়োজনে মাহররমকে সাথে নিয়ে নারীর বাইরে যাওয়া ইসলামে অনুমোদিত। এমনকি পুরুষ বাড়িতে না থাকলে বাইরের কোন পুরুষের সাথে পর্দার আড়ালে থেকে কণ্ঠস্বরে কোন প্রকার আমেজ ও কৃত্রিমতা সৃষ্টি না করে একান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে প্রয়োজনীয় কথা বলার বৈধতা স্বয়ং কুরআন হাকীমে স্পষ্ট আয়াতে উল্লেখ আছে।

মূলতঃ গৃহের সামষ্ঠিক কার্যাবলী, স্বামীর সকল কার্যে সহযোগীতা, পরামর্শ প্রদানে, স্বীয় ইযযত, স্বামীর ঘরবাড়ী ও ইয্যতের প্রতিরক্ষা, সংরক্ষণ, স্বামীর সন্তান অসহনীয় কষ্ট সহকারে গর্ভধারণ, প্রসব ও প্রসবান্তে শরীয়াত সীমা নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত দুগ্ধ পান করানো, সন্তানের সুষ্ঠু লালন-পালন রক্ষনাবেক্ষণ, প্রতিপালন, শিক্ষা-দীক্ষা, চরিত্র গঠন ও প্রশিক্ষণ জন্ম থেকে শুরু করে যৌবনে পদার্পন পর্যন্ত তাকে আদর্শ মুসলিম ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে জীবন গঠন, পারিবারিক সুখ, শান্তি, পরিচ্ছন্নতা বিন্যাস ও বিনোদনের মহান দায়িত্ব পালনই মুসলিম মহিলাদের প্রকৃত দায়িত্ব।

আল্লাহ তায়ালা পুরুষদেরকে দৈহিক গঠন, মানসিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অসাধারণ শারীরিক শক্তি, বলিষ্ঠতা সাহসিকতার ক্ষেত্রে এক বিনম্র অনুপম, অতুলনীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে তাদের দেহিক গঠন ও মননশীলতার উপযোগী কর্মক্ষেত্র তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

এর বিপরীত কোমলতা, কমনীয়তা, আবেগ প্রবণতা, স্নেহ মমতা, তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা, নারীর বুদ্ধিমত্তা ও দুরদর্শিতাকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে রাখে। নারী অল্পতেই ভেংগে পড়ে আবার ক্ষনিকের অভিনয়েই অপরের প্রতি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। অল্প ব্যথা ও দু:খেই অস্থির হয়ে কান্নার রোল সৃষ্টি করে। দুষ্ট লোকের মিষ্টকথায় অল্পতেই প্রলুব্ধ ও প্রতারিত হয়ে অনিশ্চয়তার অতল গহ্বরে স্বীয় জীবন ও ভবিষ্যতকে নিক্ষেপ করে।

এ কারণেই নারীর কমনীয়তা, কোমলতা, স্নেহমমতার দাবীই হচ্ছে, মমতা, স্নেহ, আদর-যত্ন, প্রেম-ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের পরশ দিয়ে গৃহের পরিবেশকে সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধি ও আনন্দময় করে গড়ে তোলা।

ঠিক তেমনি নারী দাম্পত্য জীবন পুরুষের সাহচর্যে অতিবাহিত করাকালীন যদি তার দরদ, স্নেহ-মমতা, প্রেম ও প্রীতির আবেগ অনুভূতি দিয়ে সদা সতর্ক ও সচেতনভাবে স্বামীর কল্যানের প্রতি লক্ষ্য না রাখে, স্বামীর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য না দেয়, স্বামীর প্রেম মিশ্রিত হাসি ও স্বামীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিকে স্ত্রী যদি তীর্যক দৃষ্টি ও বিদ্রুপবানে জর্জরিত করে তোলে, অসন্তুষ্টি, অবাধ্যতা ও বেদনাক্লিষ্ট নয়ন ও মুখ দিয়ে স্বামীর পানে তাকায়, সুখানুভূতি ও হৃদয় জুড়ানো দৃষ্টি ও আচরণ দিয়ে স্বামীর হৃদয়ে স্বস্তি ও শান্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহন না করে, স্ত্রী যদি সদাসর্বদা স্বামী ও পরিবারস্থ সকলের জীবনকে আনন্দঘন করে তোলার নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহন না করে তবে স্বভাবতঃ সে পরিবারে অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠবে। সে পরিবার নয় কারাগারে পরিণত হবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অহরহ ঝগড়া ও বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হবে। এহেন পরিবেশ দাম্পত্য জীবনকে বিষাক্ত ও দুঃখময় করে তুলবে। কেননা মানুষের দাম্পত্য জীবন তথা হৃদয়ের এ বন্ধন খুবই নাযুক ও অনুভূতি প্রবন।

এটি অত্যন্ত স্পষ্ট কথা যে, মহিলাদের উপর তাদের প্রকৃত ও মূল দায়িত্বের বোঝা তাদের স্কন্ধে কি করে চাপিয়ে দেয়া যায়? ঘরে এবং বাইরে দ্বৈত দায়িত্বের ঝামেলা তাদেরকে একই সংগে পোহানো তাদের জন্য কি করে সম্ভব হতে পারে?

যেখানে পুরুষই কাজ করে যাচ্ছে এবং অনেক পুরুষের কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা হচ্ছেনা। পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে তাদের বেকারত্বের অবসান হলে ঘরের দায়িত্বে নিয়োজিত মহিলাদেরও অর্থনৈতিক ও পারিবারিক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

আমি এ কথা বলতে খুবই দুঃখ বেদনা অনুভব করছি যে, মহিলারা স্বীয় গৃহে ভাবী প্রজন্মকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যাদের দায়িত্ব তারা এ মহান কর্মক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করে কলে-কারখানায় ও কৃষি খামারে তথা বাইরে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগীতার ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তারা নারী স্বাধীনতার পরিবর্তে সামন্ত যুগের কৃতদাসের মত গোলামীর জিঞ্জিরে নিজেরদেরকে আবদ্ধ করছে। মহিলারা পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলশ্রুতিতে নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ও নারী অপহরন কলংকজনক দূর্ঘটনা অহর্নিশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলাম যেখানে বাইরের এ কঠোর পরিশ্রমের গোলামীর জিঞ্জির থেকে নারীদের মুক্তির জন্য ঘোষনা দিয়েছে সেখানে নিজেদেরকে শক্তি সমর্থের বাইরে মানব প্রকৃতি ও স্বভাব বিরোধী সামন্তবাদী যুগের দাসত্ব শৃংখলে নিজেদেরকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলার এ উদ্দোগ ও প্রচেষ্টা কি যুক্তিসংগত হতে পারে?

অত্যন্ত ব্যথা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমাকে এ তিক্ত সত্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে হচ্ছে যে, মানব সভ্যতার যে অধ্যায়কে আমরা মধ্যযুগীয় বর্বরতা

তথা সামন্তবাদী যুগ বলে আখ্যায়িত করি এবং যে যুগকে নারী সম্প্রদায়ের দাসত্বের যুগ বলেও আখ্যায়িত করি, সে যুগেও নারী সম্প্রদায়ের উপর এমনি ধরনের দ্বৈত দায়িত্বের জুলুমের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি বা এমনি ধরণের দ্বিগুন দায়িত্ব নারীর উপরে অর্পিত হয়নি।

(বেচারী নারী ৮ থেকে ১২ ঘন্টা কলেকারখানায় কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত থাকবে পুনঃ গৃহে এসে ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে সন্তান পালন ও রান্নাবান্নার কাজ করতে হবে এটি কেমন ধরনের নারী অধিকার?) অনুবাদক।

আমরা মহিলারাই এ বিস্ময়কর বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিজেদেরকে আবদ্ধ করছি। ঘরোয়া পরিবেশে নারী প্রকৃতি সুলভ দায়িত্ব পালনকে আমরা নারীর অধিকার হরণ ও গোলামী মনে করছি। অথচ দাসত্বের অন্ধ অনুকরণে নগ্নতা, বেহায়াপনা বেলেল্লাপনা, অবাধে মেলামেশা ও নৈতিক অবক্ষয়কে নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তি বলে আখ্যায়িত করছি। এ বিপর্যয় ও দাসত্বকে আমরা সমধিকার বলে আত্মগর্বে ফুলে উঠছি।

বস্তুতঃ এটি কোন ধরণের সমান অধিকার? পুরুষরা তো দৈহিক গঠন, প্রকৃতি ও স্বভাবের দাবী অনুযায়ী স্বীয় কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করছে। আর আমরা মহিলারা নিজ নিজ শক্তি সামর্থের অধিক স্বভাব ও প্রকৃতির বিপরীত কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে কষ্টকর কাজের বোঝা স্বেচ্ছায় স্বীয় স্কন্ধে চাপিয়ে নিয়ে নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতা বলে দাবী করছি।

বিংশ শতাব্দির এ অভিনব জাহেলিয়াত নারী ও পুরুষ উভয়কে একি অদ্ভুত জাহেলিয়াতের পংকে নিক্ষেপ করছে। এ জাহেলিয়াত উভয় সম্প্রদায়ের উপর কঠোর ও নির্মম সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়। যার ফলে মানব জাতির দেহিক গঠন মানুষের মননশীলতা, মানব সভ্যতাকে চরমভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করছে।

বিশেষ করে মহিলাদের সম্ভ্রম, মর্যাদা, মূল্যবোধ, তাদের কর্মক্ষমতা, যোগ্যতার ধ্বংস সাধন করছে। তাদের শক্তি সামর্থের অধিক দায়িত্ব ও কর্তব্য চাপিয়ে নারীর চরম ক্ষতি সাধন করছে।

আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? নারীত্বের এ অবমাননা, অমর্যাদা ও দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে এ নির্যাতন ও বন্ধনকে ধোকা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেই একেই নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতা বলে গগনবিদারী শ্লোগান মস্তিস্ক ও কর্ণকে বধির করে তুলছে।

বিচিত্র ধরণের মন মাতানো কৃত্রিম ও প্রতারণামূলক শ্লোগান যেমন– নারী প্রগতি "নারীর প্রতি সুবিচার" নারীর অধিকার সংরক্ষণ নারী মুক্তি ও নারী জাগরণ আখ্যায়িত করে নারী জরায়ুর স্বাধীনতার মতো জঘন্য ব্যভিচারকে নারী স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করে নারীত্বের ও মাতৃত্বের মর্যাদাকে ধুলায় লুণ্ঠিত করছে। এরপরও নারীর নারী "লজ্জা" পরিত্যাগ করে ঢোক গিলে প্রশ্ন উত্থাপন করছে– সমাজে নারীর দায়িত্ব ও ভূমিকা কি?

সম্মানিতা বোনেরা! আমি কোন প্রকার অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থতা না রেখে নিঃসংকোচে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই আসুন আমরা আজ এ দাবী উত্থাপন করি নারীদেরকে তাদের নিজস্ব রাজ্য ফিরিয়ে দাও। তাদেরকে নারীত্ব ও মাতৃত্বের মহাসম্মানিত মর্যাদার আসনে পুনঃঅধিষ্ঠিত কর। যাতে করে সে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা প্রদত্ত মূল দায়িত্ব ও ভূমিকা সার্বিকভাবে পালন করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারীকে মা এবং জীবন সংগিনীর মহান মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মা এবং জীবন সংগিনী হওয়ার মধ্যেই নারী তার প্রকৃত মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে।

আমি হৃদয়ের আবেগ দিয়ে বলছি, হে আমার বোনেরা! আপনারা কি 'মা' শব্দ তথা মাতৃত্বের প্রকৃত অর্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন? 'মা' শব্দ তথা মাতৃত্বের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য 'মা' নারী ও পুরুষ সকলের নেতৃত্বের ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। মা হচ্ছে আল্লাহর পরে মানুষের জন্যে পরম স্নেহের আশ্রয়স্থল। মা-ই তো সন্তানকে মানুষরূপে গড়ে তোলে। মা-ই তো ছেলে মেয়ে তথা নারী পুরুষ সকলের হৃদয়ে শান্তনা, স্বস্তি ও প্রশান্তি উপহার দেয়। মায়ের স্নেহ মমতার পরশ যে লাভ করেনি তার মতো হতাভাগ্যবঞ্চিত এ ধরণীর বুকে আর কে আছে?

মায়ের স্নেহ উপদেশ হতে সমাজ সভ্যতা বঞ্চিত যে, যে সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব মায়ের উপর সার্বিক পথে জীবন গড়ার সুযোগ লাভ করেনা সে পরিবারতো জাহান্নাম বৈ আর কিছুই নয়। মায়ের সোহাগ, আদর-যত্ন ও লালন পালনের দায়িত্ব যে সমাজ ব্যবস্থায় স্নেহশীলার উপর ন্যস্ত নয় এমন পরিবারকে জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড হতে কেউ রক্ষা করতে পারে না।

"মা" শব্দটির তাৎপর্য কি?

একমাত্র নেক মা-ই তো সন্তানকে জাহান্নাম হতে মুক্তির পথে পরিচালিত করতে পারে।

আলোচনার এ পর্যায়ে আমি আমার পুরুষ ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, এরপরও কি আপনারা আমাকে এ প্রশ্ন করবেন যে, সমাজে মেয়েদের প্রকৃত মিশন কি?

একটু মনোনিবেশ সহকারে শুনুন, মহিলাদের মিশন খুবই সূক্ষ্ম ও নাযুক। আফসোস! আমরা যদি এর নাযুকতা উপলব্ধি করতাম তা হলে ইহুদীরা আমাদের পূণ্যভূমি দারুসসালামের (জেরুজালেমের) একাংশকে কখনও দখল করতে পারতেন না। ওরা আমাদের ফিলিস্তিনী ও লেবাননী ভাই বোনদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখতে পারতোনা। আজও সে ভূখন্ডে আমাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকতো, যখন আমরা নবী (সাঃ) এর এ চিরন্তন বাণীকে অনুসরণ করেছি তখন যেমনি ছিল।

হজুর (সা.) ইরশাদ করেছেন– মহিলারা পুরুষের তেমনি আপনজন যেমনি সহোদর ভাইয়েরা একে অপরের একান্ত আপনজন।

এটি ধ্রুবসত্য যে, আমরা যদি প্রিয় নবী (সা.) এর এই মহামূল্যবান নীতিমালাকে আমাদের সমাজ জীবনে মুল লক্ষ্য হিসেবে কবুল করতাম, এর প্রকৃত তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে এর বাস্তবতাকে মেনে নিতাম, তাহলে আমরা অবশ্যই এ সত্যকে গ্রহণ করে নিতাম যে মহিলাদের আসল দায়িত্ব, ভূমিকা তথা মিশন হচ্ছে পুরুষদের জীবনকে মূল লক্ষ্যের সাথে সমর্থিত করে গড়ে তোলা। ভাবী প্রজন্মকে আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার, পুনর্গঠন ও সংস্কারের মূল দায়িত্ব মহিলাদের উপর।

এ অনুভূতি ও চেতনা পুরুষদের মধ্যে যতটা তীব্রতর হতো ততই পুরুষরা মেয়েদের জীবন জীবিকা, আরাম-আয়েশ, সুযোগ-সুবিধার প্রতি তাদেরকে মানুষ গড়ার মহান দায়িত্ব পালনের জন্য সকল প্রকার উপায় উপকরণ যোগাড় করে দেওয়ার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতো।

যাতে মহিলারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উপযোগী সৈনিকরূপে ভাবী প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য প্রচুর সময় ও অবসর পেতো, তারা পুরুষদের আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করার পথে হিম্মত ও সাহস যোগাতো, অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান, বাতিলের মুকাবিলায় অগ্নি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শক্তি ও সাহস যোগাতো।

তারা এমন জনশক্তি তোলার মহান দারিত্ব পালন করতো যারা গোটা বিশ্বে পুনঃ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আল্লাহর আইনকে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের কর্তৃত্ব ও মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতো। আল্লাহর মর্জি মোতাবেক তার সমগ্র সৃষ্টি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ইরশাদ করেছেন– *প্রকৃতপক্ষে সম্মান মর্যাদা তো একমাত্র আল্লাহতায়ালা, তাঁর রাসূল ও মু'মীনদের জন্য। (আল কুরআন)*

একটুখানি ভেবে দেখুন! আল্লাহর ঘোষিত সম্মান মর্যাদা কি গোটা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত আছে? আজকে ঘৃণ্য অভিশপ্ত ইহুদীরা মুসলমানকে বিদ্রুপ করছে, বর্বর পৌত্তলিকরাও মুসলমানদেরকে চোখ রাঙ্গাচ্ছে, হুমকী ধমকী ও ভীতি প্রদর্শন করছে।

আজকের বিশ্বে কি সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে? সত্যের কর্তৃত্ব কি কায়েম আছে? সত্যের পতাকা সমুন্নত আছে?

আজকে বাতিলের আস্ফালন, অসত্য ও মিথ্যার প্লাবন, সত্যের পরাজয়, পতন ও সত্যের অনুপস্থিতির দায়-দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধেই আসে। সত্যের পরাজয় ও মিথ্যার জয়ধ্বনির এ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা মহিলারাই সর্বাধিক দায়ী।

আজকের পতিত, জরাজীর্ন ও অবক্ষয়ের সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত সমাজে আমরা মহিলারা কি আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেছি ও করছি?

এর জবাবে নিঃসংকোচে আমি বলবো সমস্ত বিপর্যয়, প্রতিরোধ ও সকল ব্যধির আসল চিকিৎসা এবং সকল সমস্যার নিখূত ও নির্ভুল সমাধান মহিলাদেরকে তাদের নিজস্ব ভূবনে নিজস্ব জগতে তথা নিজস্ব রাজত্বে ফিরিয়ে দেওয়া। তাদেরকে মানুষ গড়ার প্রকৃত স্থান পারিবারিক গন্ডির মধ্যে ফিরিয়ে আনা।

পারিবারিক জীবনে ভাবী প্রজন্মের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেই তাদের জন্য সম্মান, মর্যাদা, ইজ্জত, আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র সিংহাসন। এ রাজত্বের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই তারা ধরনীকে শান্তির আধারে পরিণত করে আখিরাতে নিজেরাও নিজেদের প্রাণের টুকরো শান্তির চিরন্তন আধার জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা লাভ ও অধিকারী হতে পারে।

মহিলাদেরকে আজ পুরুষ সমাজের কাছে এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে যে, পুরুষরা মহিলাদেরকে তাদের নিজস্ব ভূবনে ফিরে যেতে দিতে প্রস্তুত কিনা? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে টেনে এনে ভাবী বংশধরকে অনিবার্য ধ্বংশের গহ্বরে নিক্ষেপ করতে চায় কিনা? তাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে লংঘন করে মেয়েদেরকে খেমটা নাচে বাধ্য করে পর-পুরুষের সামনে প্রদর্শনীর বস্তুরূপে হাজির করে তারা কি সমাজ ও সভ্যতাকে অনিবার্য ধ্বংস ও বরবাদ করাকেই বেছে নিতে চায় কিনা?

এর উত্তরে পুরুষেরা যদি বলে, আমরা পাশ্চাত্যের এ নগ্ন সভ্যতা ও ভ্রান্তিক জড়বাদে নিক্ষিপ্ত হতে চাই, আমরা এ ধ্বংসযজ্ঞে আত্মহুতি দিতে চাই, এ অবস্থায় আদর্শ মুসলিম মহিলাদের জন্য এটি কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে এমন বেয়াড়া স্বামীকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া যে, এ অবক্ষয় ও ধ্বংসের পথে আমি আর এক কদমও অগ্রসর হতে রাজী নই। আমার পক্ষে তোমার জীবন সংগিনী হিসেবে থাকা এক মুহূর্তের জন্য সম্ভব নয়; তোমার ও আমার জীবনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন না হওয়ার কারণে আমি তোমার সাথে দাম্পত্য বন্ধনকে ছিন্ন করছি। ভাবী প্রজন্মের এ ধ্বংস ও বিপর্যয়ের পথে আমি তোমার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নই। আমার পক্ষে তোমার জীবনসংগিনী থাকা সম্ভব নয়। আজ থেকে তোমার আমার জীবনের গতিধারা ও চলার পথ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র।

কোন জাতির সভ্যতা বা কোন সম্প্রদায়ের পতন তখনই আসে যখন তাদের নৈতিক অনুভূতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সভ্য জীবনযাপন, ইজ্জত ও সম্মানের চেতনা বিলুপ্ত, ভাল-মন্দের মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়, সমাজের ভোগ করার বগ্গাহীন লালসা ও উদগ্র কামনা তাদেরকে পাগল করে তোলে, যখন মানুষ প্রবৃত্তির অন্ধ দাসত্বের শিকলে নিজেদেরকে বন্দী করে। এ ধরনের প্রবৃত্তির দাসত্বে লিপ্ত মানব সমাজে নারী তার মাতৃত্ব, সতীত্ব, পবিত্রতা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। নারী

নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, নারীহরণ এমনি পতিত সমাজে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমনি ধরনের সমাজে মহিলাদের তাদের সম্মান ও মর্যাদা বিকিয়ে দিতে হয়।

এ ধরণের প্রবৃত্তির পূজারী সমাজের পুরুষদেরকে, যাদের মানবতা এখনও মৃত্যুবরণ করেনি, নিষ্কলুষ ও পবিত্রতার প্রত্যাশী সে সব মহিলারা পুরুষদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া উচিৎ আল্লাহর লানত এমনি পুরুষের উপর পতিত হোক, ধ্বংশ হোক এমনি অসভ্য পুরুষেরা যারা পাপ লালসার অন্ধ গোলামীতে লিপ্ত। আমি এমন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিশ্বপ্রভুর দেওয়া মুক্ত রাজপথ "সিরাতুল মুস্তাকিমের" পথে যাত্রা শুরু করলাম। আমি এক নুতন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে ইসলামী বিপ্লব সাধনের পথে অভিযান ও সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

আপনারা ইসলামী সমাজে মহিলাদের "সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা" সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন যে, মেয়েদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে যে, মহিলারা ঘরের রাণী ও মা হিসেবে জীবন সফরে ভাবী প্রজন্মকে সঠিক পথে দিশা প্রদান করবে, নিজেদের সন্তানকে প্রতিপালন ও প্রশিক্ষনের জন্য বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে এমনি শক্তিশালী প্রজন্ম গড়ে তুলবে যারা প্রত্যেকে স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে হবে সচেতন। তারা তাদের মায়েদের নিকট হতে জীবন লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করবে, নিজেদের সন্তানকে আদর ও সোহাগ করে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও উচ্ছাস দিয়ে বলবে মা হিসেবে, আমার মিশন হচ্ছে এই যে, তোমাদেরকে এমন এক জাতির মর্মন্তুদ ব্যথা ও বেদনার দু:খভরা কাহিনী শুনাবো, যারা আল্লাহর দেওয়া সুবিচারমূলক আইনের বুনিয়াদে দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিল। সারা দুনিয়ার সুবিচার ভিত্তিক সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, অত:পর তারা সঠিক জীবনদর্শন ও পদ্ধতিকে বর্জন করে ইসলামী শরীয়াত থেকে অনেক দুরে সরে গিয়েছিল, যার ফলে গোটা বিশ্বে তারা নির্যাতিত ও উপেক্ষিত।

"হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! তোমাদের জীবনের মিশন হবে যে, আমার সে কথাগুলোকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, আজ অতীত গৌরবময় জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, শান ও সওকত, ইন্‌সাফ ও সবিচারের কাহিনী শুনাবো, সে গৌরব গাঁথাকে হৃদয়ে বদ্ধমুল করে নেবে। আমি সে মর্দে মু'মীন ও মর্দে কামিলদের প্রেরণাদায়ক ইতিহাসের চিত্র তুলে ধরবো, যে তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি কেমন ছিলো তাদের সে স্বর্নোজ্জল কাহিনী শুনে স্বীয় চিন্তা চেতনায় অন্তরে তা দৃঢ়ভাবে ধারন করো ও সংরক্ষন করো।

আমি তোমাদেরকে তোমাদের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) আদর্শ জীবনধারার কথা শুনাবো, তাঁর জীবনের সংগ্রাম ও যুদ্ধের বিবরণের জ্ঞান দান

করবো। মহানবী (সা.) এর সংগ্রামে সাথী সাহাবায়ে কিরামের জীবনের শিক্ষনীয় ঘটনাবলী, রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পর তারা কোন আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে কি বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তোমাদের কানে এমন গৌরবোজ্জল ইতিহাস সৃষ্টিকারী অমর, প্রতিভাধর ও অসাধারণ ব্যক্তিদের নামের তালিকা শুনতে পারবে, তোমরা নিজেদেরকে তাদেরই উত্তরসুরী বলে উপলব্ধি করবে। তোমরা তাদেরই অনুসরণকারী, তোমাদের হৃদয়ের কন্দরে এমনি অনুভূতি জাগ্রত হবে। সেদিনটি হবে আমার জন্য অনাবিল আনন্দ ও পরম সৌভাগ্যের, যে দিন আমি তোমাদের মুখ থেকে সে গৌরবোজ্জল মহান ব্যক্তিদের নাম শুনতে পারবো, আর এ দৃপ্ত ঘোষণা ও শুনবো যে, তোমরা বলবে যে, শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ (সা.) আমাদের রাসূল ছিলেন, আমরা তারই মহান আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে চলবো। আমরা সে পথের অনুসরণ করবো যে পথে আমাদের প্রিয় নবী হযরত (সা.) ও তাঁর সাহাবাগণ চলেছেন।

আমি আমার হৃদয়ের অনুভূতি ও দৃষ্টি দিয়ে তাঁদেরকে আমার চাল-চলনে, উঠা-বসায়, আদব-কায়দায়, নীতি-রীতি, ও পদ্ধতিতে তাঁদেরই পদাংক অনুসরণ করবো।

সেদিন আমার চিত্ত আনন্দে দুলে উঠবে, হৃদয়ে খুশীর ফোয়ারা সৃষ্টি হবে যে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, যাঁদের পদাংক অনুসরণের কথা হে প্রিয় বাছাধন তুমি বলছ, তাঁরা কারা? তুমি তদুত্তরে বলবে, আম্মী! তারা হচ্ছে হযরত আবুবকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.) ও আলী (রা.)। আর ঐ সকল বুজুর্গ ও মহান ব্যক্তিরা যারা রাসূলে মকবুল (সা.) খোলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবায়ে কিরামকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে চলছে।

হে অমার প্রিয় বৎস! তুমি যেদিন বলবে, "ওগো আম্মী, সেদিন বেশী দূরে নয় যখন আমরা খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ আবার ফিরিয়ে আনবো। আমি উমর বিন আবদুল আযীয (রা.) এর যুগ ফিরে আনবো, আমি ইসলামের এক নব অধ্যায় রচনা করবো। আমি তুরস্কে নুতন খিলাফত আবাদ করবো, আয়া সোফিয়া মসজিদে সালাত কায়েম করবো। শিয়া-সুন্নী, দেওবন্দী-ব্রেলভী, আলীয়া-দারসী, নেযামী সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহর দেওয়া আল ইসলামের বুনিয়াদে বিশ্বকে একই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করবো। একই আল্লাহর দরগাহে সবাইকে শামিল করবো। একই সম্প্রীতি গড়ে তুলবো।

ওগো আম্মী, আমি তোমার নিকট হতে শুনা ও তোমারই শিখানো কাহিনী ও ঘটনারাজির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তোমার সাজানো বাগানের সুগন্ধি ফুল ও ফল। আমি আল্লাহর প্রতি তোমার মহব্বতের জীবন্ত ফসল। আমি রাসূলে করিম (সা.) এর প্রতি তোমার অকৃত্রিম প্রেমেরই ফসল।

আধুনিক জগতে মহিলাদের সবচেয়ে কঠিন মুখ্য দায়িত্ব হচ্ছে পুরুষদের বাইরের জীবনের সকল শাখায় আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা। প্রশাসন, কল-করখানা, মাট-ঘাটে, উন্মুক্ত ময়দান, চাষাবাদে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেওয়া।

সর্বাধিক জরুরী কথা হচ্ছে এই যে, বাইরের কর্মক্ষেত্রে অবসর নিয়ে গৃহের অভ্যন্তরে পারিবারিক জীবনের গন্ডীতে এমনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মনোনিবেশ করা, যাতে করে ভাবী প্রজন্মকে জীবন গড়ার প্রশিক্ষণ প্রদানে এক সোনালী অবদান রেখে যেতে পারে, এর নব অধ্যায়ের সংযোজন করে গৌরবোজ্জল ইতিহাস রচনা করতে পারে।

আজ এটি অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে, ভাবী প্রজন্মের প্রশিক্ষণ ও আদর্শ সমাজ বিনির্মানের জন্য মায়েদেরকে ঘরমুখী করা। মায়েরা ঘরমুখী হলে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক নুতন অধ্যায়ের সৃষ্টি, পুরুষরা তাদের প্রতিভা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগাবার সুযোগ খুঁজে পাবে। জাতির মধ্যে এক নব জাগ্রত চেতনার সৃষ্টি হবে।

এটিই হচ্ছে এক আদর্শ সুসভ্য প্রকৃত মানববাদী, স্থিতিশীল ও চিরঞ্জীব আদর্শের বুনিয়াদে ভাবী প্রজন্ম তথা অনাগত মানব গোষ্ঠীকে এক স্থিতিশীল আদর্শের বুনিয়াদ গড়ে তুলে এক সুখী সমৃদ্ধ শান্তিকামী সমাজ গড়া।

এমনি প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত আদর্শ যুবশক্তি প্লাবনে ভাসিয়ে নিতে পারবে-পাপ, পংকিলতা, আল্লাহদ্রোহিতা, অন্যায়, অবিচার, জুলুম, বন্যা ও প্লাবনের মতো ধুয়ে মুছে ভাসিয়ে নিয়ে সাফ ও পরিচ্ছন্ন করে তুলবে।

মহিলারা যদি স্বীয় স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিকে ফিরে আসে ও পুরুষেরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যা উভয়ের স্বভাব ও প্রকৃতি দাবী করে; তখন আমরা দেখতে পাব যে মহিলারা নিজেরদের সৎকর্মশীলতা ও উত্তম চরিত্রের উপাদান দিয়ে এ সজ্জিত সুসভ্য সমাজের সুরম্য বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছে। আর নিজেদের চিন্তা, গবেষনা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দিয়ে সমাজরূপ সুরম্য প্রাসাদকে আরো সুন্দর, চিত্তাকর্ষক ও উৎকর্ষিত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়ে সমাজকে এমন দৃঢ়চেতা দুর্জয় বংশধর, উত্তম প্রজন্ম উপহার দেবে যারা মায়ের নামকে বুলন্দ করবে, মায়ের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করবে, মায়ের মমতা ও স্নেহের মূল্যায়ন করবে, যা সে সমাজ ও সভ্যতার জন্য করেছে। যার ফলশ্রুতিতে এক কল্যাণময় শান্তির সমাজ গড়ে উঠবে, সুস্থ বিবেক, মার্জিত পরিবেশ, সঠিক পথ নির্দেশনা, পরিশেষে এমন এক চিরন্তন আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যা আল-কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হবে, খিলাফাতে রাশেদার ব্যবস্থা চালূ হবে, মুসলিম জাতি ও রাষ্ট্র সমুহের মধ্যে এমন এক সুদৃঢ় ঐক্য, সংহতি,

সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে অবদ্ধ হবে যা দ্বারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে, তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য, চিন্তা-বিশ্বাস, আকিদা, রাষ্ট্রদর্শন, অর্থনীতি, রনকৌশল সব কিছুই সমন্বিত একীভূত ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে যাবে।

যে সকল সৎকর্মশীলা মায়েরা স্বীয় সন্তানদের জীবন গঠন ও প্রশিক্ষন সম্পর্কে সদা সতর্ক সচেতন যে, সন্তানরাই মূলতঃ ভবিষ্যতে আদর্শ সমাজের ভিত্তি প্রস্তর, সে মায়েরা এমন সুনিপুন প্রকৌশলী, এমন উৎপাদনক্ষম ভূমি ও সবুজ বাগান তৈরী করে যা পরম করুনাময় আল্লাহর নির্দেশে সর্বদাই সবুজ শ্যামল বাগান ও সুন্দর ফসল উৎপাদন করতে থাকে। মোট কথা হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ্ মহিলাদের নিকট সংরক্ষিত এক পবিত্র আমানত।

এমন মহিলাদের নিকট মুসলিম উম্মাহর ভাবী প্রজন্মকে হিফাযাত করার পবিত্র দায়িত্ব ন্যাস্ত রয়েছে, যাদের দ্বীন এবং কর্তব্য চেতনা তাদের অন্তরে প্রতিটি মুহূর্তে এ প্রশ্নের উদ্রেক করে যে, ভিন্নজাতি অমুসলিম সম্প্রদায় আমাদের অনেক অগ্রগামী উন্নতির পথে ধাবিত হচ্ছে আর আমরা কেন পশ্চাদমুখী ও ক্রমাগত ধ্বংস ও পতনের পথে পরিচালিত হচ্ছি? আমরা কেন অমুসলিমদের হাতে পনবন্দী ও পদানত হয়ে জীবন যাপন করছি?

আমাদের বিলুপ্ত করার জন্য, আমাদের নির্মূল ও উৎখাত করার জন্য কেন ইরান-ইরাকে যুদ্ধ লাগানো হচ্ছে? কেন রুশ বাহিনী আফগানিস্তানের উপর বর্বর হামলা চালিয়েছে? কেন ইসরাইল আরব ভূ-খন্ডের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে? কেন ফিলিস্তিনের নিরপরাধ মহিলা শিশুদের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত লুণ্ঠিত হচ্ছে? কেন বসনিয়া হারজেগভিনার মযলুম মুসলমানদের উপর সার্ব ক্রোটদের নির্মম অত্যাচার পরিচালিত হচ্ছে? আমেরিকার নৈতিক অবক্ষয়ের চরম গহবরে পতিত বর্বর পশুরা, যাদের উত্থানের সময়কাল মাত্র দুশো বছরের বেশী নয়, আজ তারা গোটা বিশ্বের উপর মোড়লগিরি করে সকল ইসলাম বিরোধী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহর ধ্বংস সাধনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে? কেন মৌলবাদ, প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রতিরোধের নামে মুসলিম উম্মাহ্ ধ্বংসযজ্ঞের ঘৃণ্য ও মারাত্মক চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে? কেন সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ধ্বংসের জন্য তাগুতী শক্তির এত আনন্দ উল্লাস? কেন আলজেরিয়ায় গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত দেখে তা প্রতিরোধ কল্পে জবরদস্তিমূলক ভাবে ইসলামী শক্তির ধ্বংস সাধনের লক্ষ্যে পাশ্চাত্য শক্তির এ সম্মিলিত প্রয়াস? কেন মিশরের জামাল নাসেরের ঘৃণ্য যুগ থেকে শুরু করে আনোয়ার সা'দত, হোসনী মুবারক, ফিরাউনের সকল মানব সন্তানের ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী শক্তিকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এক অব্যাহত নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, অত্যাচার ও যুলমের লোমহর্ষক, হৃদয় বিদারক

অত্যাচারের তান্ডব? অথচ আমরা এক গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী জাতির আদর্শ ও ঐতিহ্যের পতাকাবাহী দেড় হাজার বছর ধরে যারা মানব সভ্যতায় বিস্ময়কর গৌরব গাঁথা ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছি।

এক শান্ত পরিবেশে এ সকল প্রশ্নের জবাবে অদৃশ্য জগত হতে এক শক্তিমান সত্ত্বা কি জবাব দিচ্ছে? মুসলিম উম্মাহর আমানতের হিফাযাতের দায়িত্বে নিয়োজিত মহিলাদের কর্ণ কুহরে কি গায়েবী আওয়াজ ভেসে আসছে? কি কঠিন গুরুগম্ভীর ধ্বনী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে? তা কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? একটু খানি দরদ ও অনুভূতি দিয়ে তা শুনুন–

"ওগো আমার প্রিয় সৃষ্টি মহিলারা শুনো, মুসলিম উম্মাহর ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুল কারণ তোমরাই। তোমরাই তো তোমাদের গর্ভজাত সন্তানদেরকে, ভাবী প্রজন্মকে, কলিজার টুকরোগুলোকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিয়েছো, সত্যের সুমহান বাণী শুনা থেকে তাদের কর্ণকে বধির করে দিয়েছো। সত্য দর্শন থেকে তাদের দৃষ্টি শক্তিকে অন্ধ করে দিয়েছো। তোমরাই সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, ভি, সি, আর এর মাধ্যমে অমৃত মনে তাদের গরল পান করাচ্ছো। ঈমান ও চরিত্র বিধ্বংসী বিষের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে সুধা মনে করে তাদেরকে গিলাচ্ছ।

ইসলামের চির দুষমন ইহুদী, নাস্তিক ও খৃস্টানরা সকল প্রচার যন্ত্রে তাদের এজেন্টদেরকে নিয়োজিত করে তোমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানদেরকে তোমাদের ধ্বংসের কাজে লিপ্ত করেছে। সংবাদপত্র সমূহের উপর কব্জা করে তথ্যসন্ত্রাস ও মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে তোমাদের দেহের পীযুষ পান করে যারা বেড়ে উঠছে তাদের মন মগজকে, তাদের সকল কর্মচেতনা ও উদ্দীপনাকে তোমাদের ধ্বংস সাধনের কাজে নিযুক্ত করার পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

হে আমার রাহমাতের প্রিয় সৃষ্টি নারী সমাজ, তোমরা মহিলারাইতো সকল অনিষ্টের মূল। কারণ, তোমরা নিজেদের দ্বীন ও ঈমান, আদর্শ, ঐতিহ্য, মূলবোধ সম্পর্কে কোন জ্ঞান অর্জন করো না, তোমরা তাওহীদের তাৎপর্য, এর গরুত্ব মার্যাদা, তোমাদের জীবন ধারায় এর প্রকৃত প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ, এর ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে তোমরা বঞ্চিত। কেননা আজকের মুসলিম বিশ্বে ইয়াহুদীদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে দ্বীন সম্পর্কে বিকৃত চিন্তা, কুলষতা বিভ্রান্তি মিশ্রিত করে রেখেছে।

ধর্মহীন জড়বাদী শিক্ষাদর্শন তোমাদের সন্তানদেরকে শত্রূ শিবিরের সৈনিকরূপে গড়ে তুলছে। জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, প্রগতিবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মান্ধতা, মুক্তবুদ্ধি ইত্যাদি বিষমিশ্রিত পরিভাষায় বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভ্রান্তির ধুম্র জাল সৃষ্টি করে ইসলামী জীবন দর্শনের ভ্রান্ত চিন্তাধারা

পরিবেশন করে, ইসলামের বিরুদ্ধে কল্পিত ও মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে পাঠ্য বইতে ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিহীন বিকৃত রূপ তুলে ধরে বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী শয়তানদের চেলাচামুন্ডা, বুদ্ধিজীবি ও প্রগতিবাদির আলখাল্লা পরে মুক্তবুদ্ধির যাদুর আচ্ছাদন লাগিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্তভাবে তোমাদের সন্তানদেরকে ঈমান বিধ্বংসী বই পুস্তক পাঠ্য তালিকাভূক্ত করে তাদেরকে নমরুদের অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করছে।

আজকের সারা বিশ্বে যে প্রান্তিক বস্তুবাদী শিক্ষা দর্শন প্রচলিত রয়েছে, তা মূলতঃ আমেরিকার তথা মানবতার জঘন্য দুষমন ইয়াহুদীদের চিন্তাধারা প্রসূত। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ যেখানেই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর উপর যে অত্যাচার ও বিভীষিকার তান্ডব নৃত্য চলছে, বিংশ শতাব্দির যে হিংস্র থাবা বিস্তার মুসলিম সভ্যতা ও দর্শনের বিনাশ সাধন ও উচ্ছেদের উদ্দ্যোগ নিয়েছে, বিশ্বব্যাপী যে নির্মূল উৎখাত অভিযান ও আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে ইয়াহুদী চক্রান্ত ও পরিকল্পনার অংশ বিশেষ। তারা হিংস্র দন্ত, নখর ও থাবা বিস্তার করে সর্ব প্রথম ফিলিস্তিনি ও লেবাননকে হরফ করতে চাচ্ছে এবং তাদের সুদুর প্রসারী পরিকল্পনার ভিতর গোটা মুসলিম জাহানের কর্তৃত্বকে মুসলমানরা যেন স্বেচ্ছায় তাদের হাতে তুলে দেয় সে প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে।

(ইয়াহুদী চক্রান্তের সাফল্যের সুস্পষ্ট প্রমান হচ্ছে যে সম্প্রতি তারা ৬৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পি, এল ও নেতা ইয়াসির আরাফাতের নিকট ১৮ বছরের ইয়াহুদী তরুণীকে সমর্পন করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনে তথাকথিত শান্তি চুক্তির নামে স্তব্ধ করা, জনপদকে নিশ্চিন্ন করার লক্ষ্যে সার্ব-ক্রোট পশুদেরকে অস্ত্র দিয়ে নির্যাতীত মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করা।

সম্প্রতি আল্লাহর দ্বীনের নিকৃষ্টতম দুষমন মুরতাদ সালমান রুশদীর সাথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন হাত মিলিয়েছে। *(অনুবাদক)*

বস্তুতঃ এই মূল্যের বিনিময়ে কল্পিত "নারীমুক্ত" ও নারী স্বাধীনতার নামে ভাবী প্রজন্মকে নিকৃষ্ট ও অভিশপ্ত পথে পরিচালিত জাহেলিয়াতের বর্বর যুগেই ফিরিয়ে নিচ্ছে।

আর এরা কিভাবে সংঘটিত না হয়ে পারে? যেখানে তথাকথিত প্রগতি ও মুক্তবুদ্ধির কত দেশ ও সম্প্রদায়, কত উদ্দীপ্ত যৌবনের পতাকাবাহী যুবশক্তি ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে।

এখনও যদি আমাদের জ্ঞান ও চেতনা ফিরে না আসে, মহিলাদেরকে যদি ঘরের রানীর মার্যাদায় আমরা পুনঃঅধিষ্ঠিত না করি, আমরা যদি ভাবী প্রজন্মের জ্ঞান, বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ না করি, আমরা যদি এ সমাজকে ভেংগে নুতন সমাজ বিনির্মানের মূল দায়িত্ব গ্রহন না

করি, আমরা যদি এ সমাজকে ভেংগে নুতন সমাজ বিনির্মানের মূল দায়িত্ব মা, বোন ও স্ত্রীদের হাতে না দেই, কিয়ামতের পূর্বেই এ দুনিয়ায় তবে অবশ্যই এক মহা প্রলয়ের দৃশ্য প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এখনও কি মহিলাদেরকে নিজেদের আসল মিশনকে উপলব্ধি করার সময় আসেনি? নিজস্ব ভূবন ও পরিমন্ডলে অবস্থান, সমাজ সংস্কারের ও সমাজ কল্যাণের দূরদর্শিতা ও শত কর্তার উত্তম পদক্ষেপ গ্রহণ, শত প্রহরীর ও উম্মাতের রক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের সময় কি এখনও আসেনি?

এখনই সময়, সে সকল মহৎ প্রানের অধিকারী মহিলার এখনই প্রয়োজন, জিন্দাদিল মুসলিম নারীর যারা জাতির ভবিষ্যত পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত মুর্দে মু'মীন পুরুষ জনশক্তি তৈরীর দায়িত্ব সম্পন্ন করার।

ভাবী প্রজন্মের মজবুত প্রাসাদ নির্মানের উপযোগী সুনিপুণ দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মহান দায়িত্ব পালনে মহিলাদেরকেই অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

শাজারায়ে মুবারকা (পবিত্র বৃক্ষের) বীজ মহিলাদেরকেই বপন করতে হবে যার মজবুত মুল মাটিতে গ্রথিত আর সবুজ সতেজ পত্র পল্লব ও শাখা প্রশাখা মহাশূন্যে বিস্তারিত যে বৃক্ষরাজী মহাপ্রভূর নির্দেশে হবে ফুলে ফলে সুশোভিত।

ভাবী প্রজন্মকে ইসলামী জীবন দর্শনের প্রাসাদ নির্মাণের দক্ষ প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব ও ভূমিকা যে মহিলারা পালন করবে, তারাই তো সে মুসলিম নারী যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা.) সুন্নাহর হবে পূর্ণ অনুসারী। সূদৃঢ় সমাজ বিনির্মানের যোগ্য প্রকৌশলী সৃষ্টিকারী মায়েরা যখন এমন যুবশক্তি গড়ে তুলবে যারা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিকে সাম্প্রদায়িক মনে না করে বরং ইসলামের বিজয়ের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে আল কুরআনের নির্দেশ মুতাবিক গগন বিদারী "আল্লাহ আকবার" "আল ইযযাতুলিল ইসলাম" "মুক্তির একই পথ ইসলামী বিপ্লব" ও "দ্বীন ইসলাম জিন্দাবাদ" আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মহা দায়িত্ব পালন করবে। এমন প্রজন্ম সৃষ্টি হতো, যারা আল্লাহর দরগাহে বিনয় প্রকাশে সিজদা নত হয়ে বলতো, "আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক মহান নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাদের আল্লাহর দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও তাঁর দ্বীন ও কালিমাকে বুলন্দ করার ও বাতিলের সকল চক্রান্ত ও কৌশলকে পরাস্ত, পরাজিত ও পরাভূত করার তাওফীক দান করেছেন। আল্লাহর দ্বীনের বিরোধী শক্তি ও নির্মূল অভিযানকারীরা লাঞ্চিত ও অপমানিত হোক।

আমাদের মা বোনেরা যদি তাদের এ মিশন পালন করে ইসলামী সমাজ গঠনে তাদের সঠিক ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে তাহলে তারা ইসলামের জন্য জীবন বিসর্জনকারী উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজা (রা.), হযররত আয়শা

(রা.), খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবী হযরত সুমাইয়া (রা.), যুনাইযা (রা.), লুবাইনার পদাংক অনুসরণ করে মুসলিম উম্মাহর জীবনে আবার সেই যুগকে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হবে।

আর এ পথেই মিথ্যার উপর সত্য, কুফরীর উপর ঈমান, জাহেলিয়াতের উপর ইসলাম, জুলুমের উপর ইনসাফ, বাতিলের উপর হক্ক, গায়রুল্লাহমত গড়া মতবাদের পরিবর্তে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আর এ পথে যে জান মালের কুরবান দেওয়া, তা হবে আল্লাহর রাহে কুরবানী। আর এমনি আদর্শ যুবশক্তি সৃষ্টি হলে মুসলিম উম্মাহর জীবনধারা অনৈক্য বিদ্বেষ আত্ম সংঘাত দূরীভূত এ দুর্ভেগ্য সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো সুদৃঢ় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে। সব ফিরকবাজী ও ফতোয়াবাজী ও অন্তর্দন্দ্বের অভিশাপ থেকে মুসলিম উম্মাহ নাযাত লাভ করবে। নিঃসন্দেহে মহিলাদেরকে যে মহান মিশন আনযাম দিতে হবে তা খুবই কঠিন।

এ মহান দায়িত্ব পালন করা খুবই নাজুক ব্যাপার। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে চেপে নেওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শায়িত থেকে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে সুখ নিদ্রায় নিমজ্জিত হয়ে এ কঠিন বিপদ সংকুল দায়িত্ব পালন করা কখনো সম্ভব নয়।

এ পথ খুবই বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ ও সংকটময়। সমস্ত ফিরকাপুরস্তি, ফতোয়াবাজী, স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দিয়ে এ দুর্গম পথে পাড়ি জমাতে হবে। অথৈ পাথার সাঁতরিয়ে সীমাহীন সমূদ্রের কূলে উঠতে হবে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সুদৃঢ় বিশ্বাসকে ভিত্তি করে বিশাল 'শাজারায়ে মুবারাকার' (পবিত্র বৃক্ষের) ছায়াতলে ঐক্য সংহতির বজ্র শপথ নিয়ে সম্মিলিত হতে হবে। সকল সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক মানসিকতা পরিহার করে উদার ও মুক্ত মন নিয়ে তাওহীদের তপ্ত বীজ হতে উৎসারিত মহান পবিত্র বৃক্ষের শান্ত বিজয়ী করার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করতে হবে। এমন বিশাল শাজারায়ে মুবারাকে, যার মূল মাটিতে গ্রথিত ও শাখা প্রশাখা উর্দ্ধ আকাশে সম্প্রসারিত, মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে সর্বদা সে পবিত্র বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব ও ফলে ফুলে হবে সুশোভিত।

এ পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে মূলতঃ কালিমায়ে তাইয়েবা। লাইলাহা ইল্লাল্লাহর পবিত্র মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি এর সার্বভৌমত্ব নিরংকুশ ইখতিয়ারের মর্ম উপলব্ধির মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি ইসলামী দর্শনের মূল ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহর বুনিয়াদে গড়ে উঠতে পারে।

ইসলামের এ পবিত্র কালিমা, কুরআন ও সুন্নাহ এমন এক বুনিয়াদ যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র মুসলিম এক অটুট বন্ধনে, এক মজবুত সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে সারা জাহানে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় এক জামায়াত গড়ে তুলতে পারে। যে জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত সকলের আকীদা, বিশ্বাস, চিন্তাধারা, কর্মপন্থা, কার্যসূচী সবকিছু একাকার হয়ে যাবে। আল কুরআনের ঝর্ণাধারার অমৃত সুধা পান সুন্নাহর উজ্জল জ্যোতিতে হৃদয়, মন, জীবন, যৌবন সব কিছুকেই আলোকিত করে তুলতে পারে। জীবন প্রাণ সবকিছু উৎসর্গ করে হেরার রৌশনি ছড়িয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ পুনঃ বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র, হকুমাতে ইলাহিয়া তথা ইসলামী খিলাফাত কায়েম করতে পারে।

শাহাদাতের রক্ত রঞ্জিত পথে পুনঃ খিলাফাতে রাশেদার যুগ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

শহীদী ঈদগাহে হলো জমায়েত ভারী
হবে দুনিয়াতে ফের ইসলামী ফরমান জারী।
-নজরুল ইসলাম

"হিলালী ঝান্ডা করিবে আবার উদয়াচলের পথ আবাদ;
ইয়া খিলাফাতে রাশেদা আবার দুনিয়া করিবে আবাদ"
-ফররুক আহমদ (অনুবাদক)

বিশ্বের বুকে ভাবী প্রজন্মকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার দূর্বার সৈনিক রূপে গড়ে তোলা, ইসলামী জীবন প্রাসাদ নির্মাণের দক্ষ প্রকৌশলী সৃষ্টি করা। মুসলিম উম্মাহর তরুণ শক্তিকে সত্য ও ন্যায়ের উজ্জল নক্ষত্র রূপে উদ্ভাসিত করা, নিজ নিজ গর্ভজাত সন্তানদেরকে ইসলামের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ঐতিহ্যের সঠিক ও নির্ভূল জ্ঞান দান করা, বিকৃত ও ভ্রান্তির অভিশপ্ত শিক্ষা ও দর্শন থেকে তার চিন্তা, বিশ্বাস, মন মস্তিক, কর্ম ও চরিত্রকে পবিত্র, বিশুদ্ধ, মার্জিত, পরিচ্ছন্ন করা।

সুসভ্য উন্নত উৎকর্ষিত জীবন পদ্ধতির প্রশিক্ষন দান করাই হচ্ছে একবিংশ শতাব্দি ও পঞ্চদশ হিজরীর মহিলাদের মহান দায়িত্ব। ইসলামী সমাজ গঠনে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে ঐহিহাসিক অবদান রাখার মাধ্যমেই আজকের মায়েরা বোনেরা বিকৃত নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের পতাকাবাহী পাশ্চাত্য নগ্ন বেহায়াপনা জরায়ুর স্বাধীনতার আতচিৎকার পরিহার করে, পাশ্চাত্য নগ্নতার অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ প্রিয়তা বর্জন করে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুসংগঠিত হয়ে কলুষতা ও ভ্রান্তির কাফফারা আদায় করতে পারেন।

আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জামায়াত বদ্ধ হয়ে কাজ করার মাধ্যমে তারা ইসলামী সমাজ গঠনে মহান ভূমিকা পালন করতে পারেন।

একমাত্র এ পথে মহিলারা তাঁদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব, কর্তব্য ও হক আদায় করতে পারেন।

কেননা মহিলারাই সমাজে মা, পরিবার ও সমাজের অবিসংবাদিত নেত্রী। যখন এতক্ষণ ধরে আলোচিত দায়িত্ব কর্তব্য তাঁরা সুসংগঠিত হয়ে আদায় করার নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করবে, ভাবী প্রজন্মকে ইসলামী জীবনাদর্শের বুনিয়াদে গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে, তাঁরা নিজস্ব ভূবনে ও পরিমন্ডলে পদক্ষেপে সাফল্যের মানযিলে মাকসাদে পৌঁছার জন্য অগ্রসর হবে, কুরআন ও সুন্নাহর বিধানকে পূর্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামী সমাজ কায়েম করবে, তখনই আমরা বলতে পারবো-মুসলমান মহিলারা তাঁদের উপর অর্পিত মহান দায়িত্ব আদায় করেছেন। তাঁরা আজকের বিশ্বে বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করে ঐতিহাসিক অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

সমাপ্ত

আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

১। দারসুল কুরআন (১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড) - এজিএম বদরুদ্দোজা

২। কুরআন হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মানব জীবন - অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

৩। রিয়াদুস সালেহীন (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড) - ইমাম মহিউদ্দিন ইয়াহইয়া আন নব্বী

৪। রাহে আমল (১ম, ২য় খন্ড) - আল্লামা জলিল আহ্‌সান নদভী

৫। এন্তেখাবে হাদীস (একত্রে) - আব্দুল গাফ্‌ফার হাসান নদভী

৬। দৈনন্দিন জীবনে হাদীসের রাসুল (সা.) রাহে আমল (বাংলা) - গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

৭। দারসে হাদীস (ভলিউম-১) - মাও. মু. খলিলুর রহমান মুমিন

৮। দারসে হাদীস (ভলিউম-২) - মাও. মু. খলিলুর রহমান মুমিন

৯। রহমতে আলম - আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী

১০। প্রিয়তম নবী (সা.) - শিশির দাস

১১। ইসরা ও মিরাজের মর্মকথা - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

১২। মহিলা সাহাবী - নিয়াজ ফতেহ্‌পুরী

১৩। কারাগারের রাতদিন - যয়নব আল-গাজ্জালী

১৪। শহীদ হাসানুল বান্নার ডায়েরী - খলিল আহমেদ হামেদী

১৫। মৃত্যুর দুয়ারে সাহাবায়ে কেরাম (র.) - অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

১৬। সাহাবা চরিত্র - মাওলানা মোহাম্মদ যাকারিয়া

১৭। আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা - জুলফিকার আহমদ কিসমতী

১৮। জীবন নদীর ওপারে - মুফতি মাওলানা আব্দুল মান্নান

১৯। কবিরা গুনাহ - ইমাম আয্‌যাহাবী

২০। আত্মশুদ্ধির পথ - শহীদ হাসানুল বান্না

২১। বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্র্যাটেজি - ইয়াসির নাদীম

২২। সত্যের আলো - মাওলানা বশিরুজ্জামান

২৩। ফেরাউনের দেশে ইখওয়ান - আহ্‌মেদ রায়েফ

২৪। চেতনার বালাকোট - শেখ জেবুল আমিন দুলাল

২৫। মৃত্যুর দুয়ারে মানবতার রূপ - আবুল কালাম আজাদ (ভারত)

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১১২৮৫৮৬, ০১৯৭৭১২৮৫৮৬

9843114260